ফয়যানে মদীনা

মে ২০২২

রুমাল কেন পুড়লো না?

প্রিয় নবীর প্রতি আদব ও সম্মান

এসো বাচ্চারা হাদীসে রাসূল শুনি

দারুল ইফতায়ে আহলে সুন্নাত

প্রকৃত আনন্দ

শিশুদের জন্য আমীরে আহলে সুন্নাতের উপদেশ

ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসআলা

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

Presented by :
Translation Department (Dawat-e-Islami)

ফয়যানে মদীনা

মে ২০২২

উপস্থাপনায় :

অনুবাদ বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাদানী চ্যানেল বাংলা

দেখতে থাকুন

একটি ঘটনা একটি মুজিযা

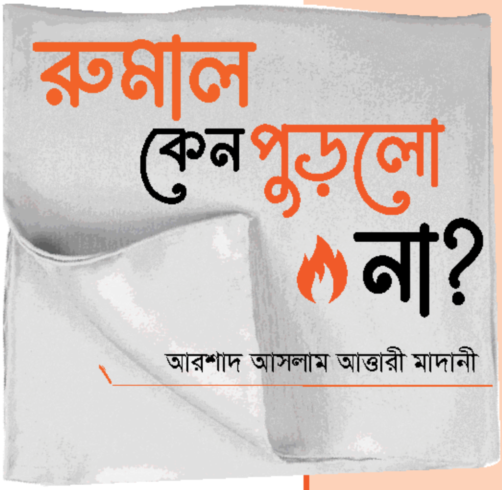

রুমাল কেন পুড়লো না?

আরশাদ আসলাম আত্তারী মাদানী

উম্মে হাবীবা বললো: সুহাইব কি খুঁজছো? সুহাইব বললো : ঝাড়ু খুঁজছি। উম্মে হাবীবা হাসতে হাসতে বললো: কেন! আজ কি তুমি ঘর পরিষ্কার করবে? সুহাইব সাথেসাথেই বললো: না, না। উম্মে হাবীবা আবারো জিজ্ঞাসা করলো: তবে কি করবে? সুহাইব দ্রুত বললো: আপু! প্রথমে আপনি বলুন কোথায় রেখেছেন, তারপর আমি বলবো।

উম্মে হাবীবা জিজ্ঞাসা করলো: ঝাড়ু কেন বাইরে নিয়ে যাচ্ছো? সুহাইব বললো: আমার বন্ধুরা নিজ নিজ বাড়ির সামনে ঝাড়ু দিয়েছে, এখন আমি দিবো। উম্মে হাবীবা বুঝিয়ে বললো: আচ্ছা যাও, কিন্তু কাপড় ময়লা করোনা।

সুহাইব ওয়াইসকে বললো: আরে, পরিষ্কার করার পর এতগুলো ময়লা জমা হয়ে গেছে, এগুলো কি করবো? ওয়াইস কিছুক্ষণ ভাবার পর বললো: চলো, আমরা এই ময়লা গুলোতে আগুন লাগিয়ে দিই, পাশের বাড়ির আঙ্কেলও এমনই করে থাকেন। আচ্ছা সুহাইব তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি দিয়াশলাই নিয়ে আসছি।

আগুল জ্বালানোর পর ওয়াইস বললো: শুকরিয়া আগুন ধরেছে। সুহাইব বললো: হ্যাঁ দেখো! এতগুলো দিয়াশলাইয়ের কাটি নষ্ট হওয়ার পরই আগুন ধরেছে। এবার উভয়ে আগুনে, কখনো কাগজ দিচ্ছিলো, কখনো শপিং ব্যাগ। এভাবে করাতে তারা অনেক মজাও পাচ্ছিলো।

খোবাইব যখন বাইরে এলো তখন তারা দু'জন আগুনে শপিং ব্যাগ দিচ্ছিলো, প্রথমে তো খুবাইব তাদেরকে আগুন থেকে দূরে সরিয়ে দিলো অতঃপর ঘর থেকে পানি এনে আগুন নিভিয়ে দিলো। খুবাইব উভয়কে ধমক দিয়ে বললো: ওয়াইস আপনি আপনার বাড়ি যান আর সুহাইব আপনি দাদার নিকট চলুন।

খুবাইব বললো: দাদাজান! আপনি জানেন, সুহাইব কি করছিলো? সে ও ওয়াইস ময়লা জড়ো করে আগুন জ্বালাচ্ছিলো। দাদাজান সুহাইবের দিকে তাকালেন, অতঃপর আদর করে বললেন: আপনি এমনটি কেন করছিলেন? সুহাইব বললো: দাদাজান! ওয়াইস বলেছিলো, আর এটাও বলছিলা যে, পাশের বাড়ির আঙ্কেলও এমন করে থাকে। দাদাজান সুহাইবকে বুঝিয়ে বললেন :

(১) বাচ্চাদের আগুন জ্বালানো উচিৎ নয় (২) আগুনে কাপড় বা হাত পাও পুড়ে যেতে পারে (৩) জ্বলন্ত কাগজের টুকরো অন্য কোথাও উড়ে যেতে পারে, যার ফলে অন্য কারো বাড়িতেও আগুন লেগে যেতে পারে।

দাদাজান বললেন: যদি তুমি ওয়াদা করো আর এরূপ করবে না তবে আমি একটি মুজিযা শুনাবো, মুজিযার নাম শুনে সুহাইব খুশি হয়ে গেলো আর

সাথে সাথেই বললো: দাদাজান আমি আর কখনোই এরূপ করবো না। দাদাজান বললেন: সাবাশ আমার দাদু! এবার তোমাকে একটি মুজিযা শুনাই, রুমালের মুজিযা...

দাদাজান বললেন: হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন, একবার তাঁর ঘরে কতিপয় মেহমান আসলো, খাবারের সময় হলে মেহমানদের জন্য দস্তরখানা বিছানো হলো। তিনি তাঁর বাদীকে বললেন: রুমালও নিয়ে এসো। হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ রুমাল দেখে বললেন: এটি জ্বলন্ত আগুনে রেখে দাও। বাদী তেমনি করলো, রুমালটি জ্বলন্ত আগুনে রেখে দিলো।

উম্মে হাবীবা বললো: দাদাজান! হযরত আনাস এমনটি কেন করলেন? দাদাজান বললেন: রুমালটি ধৌত করার প্রয়োজন ছিলো, তাই আগুনে রেখে দিলো। উম্মে হাবীবা আশ্চর্য হয়ে বললো: ধোয়ার জন্য, তাও আবার আগুনে!! দাদাজান আপনি ঠাট্টা করছেন কেন! আগুন তো জিনিসকে পুড়িয়ে দেয়, যদি ধৌত করতে হয় তবে পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হয় না?

দাদাজান বললেন: আমি ঠাট্টা করছি না বরং সত্যিই এমন করা হতো। সমস্ত কাপড় তো পানি দ্বারা ধৌত করা হতো কিন্তু ঐ রুমালটি আগুন দ্বারা ধৌত করা হতো। খোবাইব বললো: এই রুমালে এমন কি বিশেষত্ব ছিলো, যার কারণে আগুনে ধৌত করা হতো। দাদাজান বললেন: অবশিষ্ট মুজিযা তো শুনো, অতঃপর তোমরা নিজেরাই বুঝে যাবে, এই রুমালের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি ছিলো।

দাদাজান বললেন: কিছুক্ষণ পর সেই রুমালটি আগুন থেকে বের করা হলো, রুমালটি দুধের মতো একেবারে সাদা হয়ে গেলো আর রুমালটি কোথাও পুড়েও যায়নি। দাদাজান বললেন: বাচ্চারা! এটি কোন সাধারণ রুমাল ছিলো না বরং খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও বিশেষ রুমাল ছিলো।

হযরত আনাসের মেহমানরাও তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলো, মেহমানরা বললো: এই রুমালের রহস্য কি, আমাদেরও বলুন, হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এই মর্যাদাপূর্ণ রুমালের বিষয়টি জানাতে গিয়ে বললেন:

এই রুমালটি আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর পবিত্র চেহারায় লাগাতেন। আর যখনই এটি ধৌত করার প্রয়োজন হয় তখন আমরা এটিকে আগুনে রেখে দিই।

দাদাজান বললেন: হযরত আনাস তাঁর মেহমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কথাও বলেছিলেন। বাচ্চারা বললো: কোন কথাটি দাদাজান? হযরত আনাস বলেছিলেন: যেই জিনিস নবীদের পবিত্র চেহারায় টাচ (স্পর্শ) করে নেয় তা আগুন পুড়িয়ে ফেলতে পারে না। (খাছায়িছুল কুবরা, ২/১৩৪)

খুবাইব বললো: আচ্ছা! এবার আমি বুঝেছি, সেই রুমাল পুড়ছিলো না কেন, সুহাইব বললো: ভাইজান! কেন পুড়ছিলো না? খুবাইব বুঝিয়ে বললো: এই রুমালটি আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর চেহারায় লাগিয়ে ছিলেন, এখন দুনিয়ার কোন আগুন রুমালটিকে পুড়িয়ে ফেলতে পারবে না।

দাদাজান উঠে দাঁড়ালেন, সুহাইবের দিকে তাকিয়ে বললেন: এখন থেকে আর কখনোই আগুন জ্বালাবে না আর তাঁর দাদার বন্ধুর সাথে দেখা করতে বন্ধুর বাড়িতে চলে গেলেন।

ধারাবাহিক পর্ব:
সবার উর্ধ্বে ও সেরা আমাদের নবী (১৫তম পর্ব)
পূর্বে প্রকাশিত হওয়ার পর

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم এর আদব ও সম্মান

মাওলানা আবুন নূর রাশেদ আলী আত্তারী মাদানী

(২৫) أَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللهِ وَلَا فَخْرَ

অনুবাদ: আমিই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ পাকের নিকট সম্মানিত আর আমি অহঙ্কার করছি না।[১]

(২৬) أَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلَا فَخْرَ

অনুবাদ: আমিই সকল আদম সন্তানের মধ্যে আমার প্রতিপালকের নিকট সবচেয়ে বেশি সম্মানিত আর আমি অহঙ্কার করছি না।[২]

(২৭) أَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي يَطُوفُ عَلَيَّ أَلْفُ خَادِمٍ كَأَنَّهُمْ بَيْضٌ مَكْنُونٌ أَوْ لُؤْلُؤٌ مَنْثُورٌ

অনুবাদ: আমিই সকল আদম সন্তানের মধ্যে আমার প্রতিপালকের নিকট সবচেয়ে বেশি সম্মানিত, আমার আশেপাশে এক হাজার খাদিম (খেদমত করার জন্য) ঘুরবে, যেনো তারা সংরক্ষিত ডিম বা ছড়িয়ে পড়া মুক্তো।[৩]

উল্লেখিত তিনটি হাদীসে আল্লাহ পাকের দরবারে প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও মর্যাদাকে বর্ণনা করছে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের দরবারে শুধু সম্মানিত নন বরং সকল আদম সন্তান অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের চেয়ে বেশি সম্মানিত, শুধু প্রতিটি মানুষের নয় বরং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের চেয়ে বেশি সম্মানিত, কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান তাঁর শানের প্রতি যে, বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট সকল সৃষ্টির চেয়ে বেশি সম্মানিত হওয়ার পরও উচ্চ পর্যায়ের বিনয় প্রকাশ করে ইরশাদ করেন: "وَلَا فَخْرَ" অর্থাৎ এতে আমি অহঙ্কার করছি না।

কারো কাছে যখন কোন ব্যক্তি সম্মানিত হয় তখন নিঃসন্দেহে তার সাথে সুন্দর ও কল্যাণকর আচরণ করে থাকে আর তাঁকে সম্মান ও ক্ষমতা দিয়ে থাকে, তাঁর সম্মান ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা রক্ষা করে। আল্লাহ পাকের দরবারে যে মর্যাদা, সম্মান, মহত্ব রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রয়েছে তার অনুমান করা আমাদের সাধ্যের বাইরে, তবে কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করাতে জানা যায় যে, আল্লাহ পাক কিভাবে কিভাবে তাঁর হাবীবকে আলমে আরওয়াহ (রূহ জগত) দুনিয়ার জগত, আলমে বরযখ, কিয়ামত কায়েম হওয়া, হাশরের ময়দান, পুলসিরাত, জান্নাতে প্রবেশ অতঃপর জান্নাতের ভেতরেও সম্মান ও মর্যাদা দ্বারা ধন্য

করেছেন। আসুন! এই সব সম্মান থেকে কয়েকটি ঝলক আমরা অবলোকন করি।

রূহ জগতে সম্মান ও মর্যাদা

এখনো পৃথিবীতে আগমন করেননি, রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক রূহের সামনে সকল রূহ থেকে অঙ্গীকার নেয়া হলো আর সকল আম্বিয়া ও রাসূলগণকে নির্দেশ দেয়া হলো যে, যদি এই মাহবুব তোমাদের মাঝে আসে তবে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে হবে, তাঁরই আনুগত্য করবে, তাঁর আদেশ চলবে, তাঁরই দাওয়াতে লাব্বাইক বলবে, যেমনটি কুরআনে করীমে রয়েছে:

﴿وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِیْثَاقَ النَّبِیّٖنَ لَمَاۤ اٰتَیْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِیْ قَالُوْۤا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِیْنَ﴾

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:</u> আর স্মরণ করুন! যখন আল্লাহ নবীগণের কাছে থেকে তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, 'আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো, অতঃপর তাশরীফ আনবেন তোমাদের নিকট রাসূল, যিনি তোমাদের কিতাব গুলোর সত্যায়ন করবেন, তখন তোমরা অবশ্যই তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবে। ইরশাদ করলেন: 'তোমরা কি স্বীকার করলে আর এ সম্পর্কে আমার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলে?' সবাই আরয করলো: 'আমরা স্বীকার করলাম।' ইরশাদ করলেন: 'তবে (তোমরা) একে অপরের উপর সাক্ষী হয়ে যাও আর আমি নিজেই তোমাদের সাথে সাক্ষীদের মধ্যে রইলাম।'[৪]

দুনিয়ার জগতে সম্মান ও মর্যাদা

সমস্ত মানবতাকে তাদের চরিত্র, বাচনভঙ্গি, শৈলী, জীবনযাত্রার উন্নতি ও জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আপন হাবীবের জীবনকে নমুনা বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং

"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"[৫]

এর মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ইরশাদ করে দেয়া হয়েছে যে, জীবনে সর্বোত্তম পথ ও পদ্ধতি এটাই, যা তাঁর হাবীবের।

বান্দাকে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যদি, আল্লাহকে ভালবাসো তবে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনুসরনই হলো একমাত্র পথ আর যখন এই পথে চলবে তখন আল্লাহ পাক স্বয়ং তোমাকে ভালবাসবেন।[৬]

প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আনুগত্যকে নিজের আনুগত্য ইরশাদ করেছেন।[৭] মাহবুবের কর্মকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন।[৮] মাহবুবের ইচ্ছায় কিবলা পরিবর্তন করে দিয়েছেন।[৯] মাহবুবের সিদ্ধান্ত অবনত মস্তকে মেনে নেয়াকে ঈমানের মূল বলে ঘোষণা দিয়েছেন।[১০] তাঁর মহিমান্বিত সত্তা দুনিয়ায় বিদ্যমান হওয়ার কারণে আযাবকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।[১১]

এছাড়াও অসংখ্য সম্মান রয়েছে, যার সংখ্যা ও সীমা বুঝার জন্য আল্লামা ইয়াফেয়ীর এই বাণীটিই যথেষ্ট: রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুণাবলী ও মর্যাদা এতবেশি যে, যদি সকল সৃষ্টি

জড়ো হয়ে তা গননা করে তবে তারা যা গণনা করবে তা তাঁর গুনাবলীর সমুদ্রের একটি ফোঁটা হবে।[১২]

দুনিয়ার জগতে প্রাণ ও মর্যাদার নিরাপত্তার সম্মান আল্লাহ পাকের দরবার থেকে তাঁর হাবীবেব একটি সম্মান এটাও যে, আল্লাহ পাক তাঁর সম্মানের নিরাপত্তা দিয়েছেন, মাহবুবের সম্মান ও সম্ভ্রমের উপর যেনো কোন আঘাত না আসে, তার ব্যবস্থা করেছেন।

একটি শব্দ যা ভক্তরা ভালোবেসে বললো কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা ঘৃণার অর্থ বের করলো, আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবের সম্মানের কারণে এটা পছন্দ হলো না এবং ভক্তদের এরূপ দুই অর্থবোধক শব্দ বলতেই নিষেধ করে দিয়েছেন।[১৩]

ঘটনাটি হলো, যখন প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতেন তখন সাহাবায়ে কিরাম মাঝে মাঝে কোন ব্যাপারে আরো ব্যাখ্যার জন্য "رَاعِنَا يَارَسُوْلَ اللّٰه" বলতেন, অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে আরেকটু ছাড় দিন। ইহুদীরা এই শব্দটিকে বিকৃত করে "رَاعِيۡنَا" বলা শুরু করে দিলো এবং তা রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য বেয়াদবী মুলক অর্থ উদ্দেশ্য করতো। আল্লাহ পাক ঈমানদাদেরকে "رَاعِنَا" শব্দটি বলতেই নিষেধ করে দিলেন যাতে বিকৃত অর্থ করার কোন সুযোগই না থাকে।[১৪]

আপন হাবীবকে নামই এমন প্রদান করলেন যে, কেউ নাম নিয়ে নিন্দাও করতে পারবে না আর যদি কেউ করে তবে নিজেকেই মিথ্যুক বানাবে। কোরাইশরা ঘৃণা ও শত্রুতার কারণে এত বেশি সীমা লঙ্ঘন করেছিলো যে, যেখানেই সুযোগ পেতো রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিন্দা করার বিফল চেষ্টা করতো, কিন্তু নিন্দা করার সময় তাঁর মহিমান্বিত নাম মুহাম্মদ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বলতো না, কেননা তাদের মধ্যে কেউ বলেছিলো যে, আমরা তাঁকে মুহাম্মদও (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অর্থাৎ প্রশংসা করা হয়েছে) বলছি আর নিন্দাও করছি, ভবিষ্যতে আমরা মুযাম্মম বলে নিন্দা করবো। বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে: রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমরা কি এতে আশ্চর্য হওনা যে, আল্লাহ পাক কিভাবে আমার কাছ থেকে কোরাইশদের গালি, তাদের অভিশাপকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তারা তো মুযাম্মমকে গালি দেয় আর মুযাম্মমের প্রতি অভিশাপ করে আমি তো মুহাম্মদ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।[১৫]

(অবশিষ্ট আগামী সংখ্যায়)

(১) সুনানে দারামী, ১/৩৯, হাদীস ৪৭। (২) তিরমিযী, ৫/৩৫২, হাদীস ৩৬৩০। (৩) সুনানে দারামী, ১/৩৯, হাদীস ৪৮। (৪) পারা ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮১। (৫) পারা ২১, সূরা আহযাব, আয়াত ২১। (৬) পারা ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১। (৭) পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৮০। (৮) পারা ৯, সূরা আনফাল, আয়াত ১৭। (৯) পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৪৪। (১০) পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৬৫। (১১) পারা ৯, সূরা আনফাল, আয়াত ৩৩। (১২) মিরাতুল জিনান, ১/২১। (১৩) পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১০৪। (১৪) বায়যাবী, পারা ১, সূরা বাকারা, ১০৪নং আয়াতের পাদটীকা, ১/৩৭৫। (১৫) বুখারী, ২/ ৪৮৪, হাদীস ৩৫৩৩।

এসো বাচ্চারা! হাদীসে রাসূল শুনি

গীবত করো না

মুহাম্মদ জাবেদ আত্তারী মাদানী

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থাৎ মুসলমানের গীবত করো না।

(আবু দাউদ, ৪/৩৫৪, হাদীস ৪৮৮০)

কোন ব্যক্তির গোপন দোষত্রুটি (যা সে অন্যের সামনে প্রকাশ করা/ হওয়া পছন্দ করেনা) তার ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করাকে গীবত বলা হয়। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৫৩২)

প্রিয় বাচ্চারা! গীবত করা মন্দ অভ্যাস ও গুনাহের কাজ, গীবতের অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী অপকারীতা রয়েছে। যার গীবত করা হয়, তার মনে কষ্ট পায়, গীবতকারী সর্বপ্রথম জাহান্নামে যাবে, গীবত করা আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কারণ ও আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা। গীবতকারীর নেকী ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হয়, যার গীবত করা হয়েছে। আপনারা যদি বাল্যকাল থেকেই গীবতের মতো গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে থাকেন তবে বড় হয়ে গীবতের পাশাপাশি অন্যান্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও নেকী করা সহজ হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه

শিশুদের মধ্যে পাওয়া যায় এমন গীবতের কয়েকটি উদাহরণ

প্রিয় বাচ্চারা! কখনোই কারো গীবত করবেন না, গীবত করা খারাপ শিশুদের কাজ। সাধারণত বাচ্চারা যেই গীবত করে, তার কয়েকটি উদাহরণ আমাদের প্রিয় আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর কিতাবে লিখেন, যেমন; * আমার চকলেট কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলেছে * সে খারাপ ছেলে * আম্মুর নিকট আমার বিরুদ্ধে চোগলখুরী করে * সর্বদা তার নাক দিয়ে পানি পড়তে থাকে * প্রতিদিন পেন্সিল হারিয়ে ফেলে * শিক্ষক গতকাল তাকে “ শাস্তি দিয়ে ছিলো” * সেদিন আব্বুর পকেট থেকে টাকা চুরি করেছিলো * সেদিন আম্মু তাকে অনেক পিটিয়েছে ইত্যাদি।

(গীবত কি তাবাকারিয়াঁ, ৫৫- ৫৬ পৃষ্ঠা)

গীবত ও চুগলী কি আ'ফত সে বাঁচে

ইয়ে করম ইয়া মুস্তফা ফরমায়ে صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

“আল্লাহ পাক আমাদেরকে গীবত ও অন্যান্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সামর্থ্য দান করুক।”

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ধারাবাহিক পর্ব: আলোকিত নক্ষত্র

হযরত আমর বিন জামুহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

আদনান আহমদ আত্তারী

মদীনা ইসলামের নূরানী কিরণে আলোকিত হয়েছিল, এখানকার পবিত্র পরিবেশ ঈমানের সুবাসিত বাতাসে সুরভিত হয়ে গিয়েছিলো, এমতাবস্থায় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বনু সালেমা গোত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাদের সর্দার কে? তারা আরয করলো: জাদ বিন কায়েস, কিন্তু আমরা তাকে কৃপণ হিসেবে পেয়েছি। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কোন রোগটি কৃপণতা থেকে বড়, বরং তোমাদের সর্দার তো কল্যাণ ও সম্মানের অধিকারী আমর বিন জামুহ।[১]

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র মুখ থেকে কল্যাণ ও সম্মানের অধিকারী উপাধি লাভকারী, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উচ্চ মর্যাদা লাভকারী সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আমর বিন জামুহ এর ব্যাপারে বলা হয় যে, তিনি আনসারদের মধ্যে সবার শেষে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[২] আল্লাহ পাকের দয়ায় যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন ও আল্লাহ পাকের মারেফাত পেয়ে গেলেন তখন পথভ্রষ্টতার খাদ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে কয়েকটি পংক্তিও আবৃত্তি করেছিলেন।[৩]

আকৃতি ও অভ্যাস: তিনি দীর্ঘাদেহী ছিলেন,[৪] নিজের দাঁড়িতে লাল হিযাব লাগাতেন,[৫] তাঁর পা খোঁড়া ছিলো।[৬]

ফযীলত ও মর্যাদা: হযরত আমর বিন জামুহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে বনু সালেমা সম্মানিত এবং সর্দারদের মধ্যে গন্য করা হতো,[৭] তিনি অনেক সম্পদশালী সাহাবী ছিলেন।[৮] একবার তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলেন: আমার সম্পদ অনেক বেশি, আমি কোন জিনিসটি সদকা করবো ও কাকে সদকা করবো?

প্রশ্নের উত্তরে সূরা বাকারার ২১৫নং আয়াত অবতীর্ণ হয়: **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে: 'কি ব্যয় করবে?' আপনি বলুন: 'যা কিছু সম্পদ নেক কাজে ব্যয় করো, তবে তা মাতা-পিতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম, অভাবগ্রস্থ ও মুসাফিরদের জন্য; আর যা সৎকর্ম করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন।[৯][১০]

১. শুয়াবুল ঈমান, ৭/৪৩১।
২. উসদুল গাবাতি, ৪/২২১।
৩. রউযুল আনাফ, ২/২৭৮। দালাইলুন নবুয়াতি লিইবনে নাঈম, ১৮৫ পৃষ্ঠা।
৪. তাবকাতে ইবনে সাআদ, ৩/৪২৪।
৫. শুয়াবুল ঈমান, ৫/২১৪।
৬. সীরাতে হালবিয়া, ২/৩২৮।
৭. দালাইলুন নবুয়াতি লিইবনে নাঈম, ১৮৫ পৃষ্ঠা।
৮. তাফসীরে নাঈমী, ২য় পারা, সূরা বাকারা, ২১৪নং আয়াতের পাদটীকা, ১১১ পৃষ্ঠা।
৯. ২য় পারা, সূরা বাকারা, আয়াত ২১৫।
১০. আল জা'মেউল আহকামিল কুরআন লিল কুরতুবি, ২/২৯, ২য় পারা, সূরা বাকারা, ২১৫নং আয়াতের পাদটিকা।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: (১) শপথ ঐ সত্তার, যাঁর কুদরতের হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিরাও রয়েছে, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে আল্লাহর শপথ করে নিলে তবে আল্লাহ পাক তাঁর শপথকে অবশ্যই পূরণ করে দেন, তাঁদের মধ্যে আমর বিন জামুহও রয়েছে।[১১] (২) আমর বিন জামুহ খুব উত্তম পুরুষ।[১২]

দ্বীনি লড়াইয়ের আগ্রহ: তাঁর সিংহের মতো চারজন সাহসী ছেলে ছিলো, যারা রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে দ্বীনি লড়াইয়ের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়েছেন,[১৩] যখন ২য় হিজরীতে বদরের যুদ্ধের জন্য ঘোষণা হলো তখন তিনি দ্বীনি লড়াইয়ের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে মুজাহিদদের সাথে অংশ গ্রহণ করতে চাইলেন কিন্তু তাঁর অপারগতা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো আর তাঁর ছেলেরা রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদেশে তাঁকে লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করাতে বাঁধা দিলেন। অতঃপর যখন ৩য় হিজরীতে উহুদের যুদ্ধের জন্য যাত্রা প্রাক্কালে তিনি তাঁর ছেলেদেরকে বললেন: তোমরা আমাকে উহুদের ময়দানে যেতে বাঁধা দিওনা। ছেলেরা বললো: আল্লাহ পাকের দরবারে আপনার অপারগতা গ্রহণযোগ্য, একথা শুনে তিনি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার ছেলেরা আমাকে আপনার সাথে লড়াইয়ে যেতে বাঁধা দিচ্ছে, আল্লাহর শপথ! আমি আশা করি যে, আমার এই পঙ্গুত্ব নিয়ে জান্নাতে যাবো। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: দয়ালু আল্লাহ তোমার অপারগতা কবুল করেছেন, তোমার উপর জিহাদ নেই। অতঃপর তাঁর ছেলেদের ইরশাদ করলেন: তাকে জিহাদের জন্য বাঁধা দেয়া তোমাদের জন্য আবশ্যক নয়, হয়তো আল্লাহ পাক তাঁকে শাহাদাত প্রদান করবেন।[১৪] অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, এভাবে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি কি ইরশাদ করেন যে, যদি আমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করি এমনকি শহীদ হয়ে যায় তবে কি আপনি দেখবেন যে, আমি জান্নাতে এই পা নিয়ে যাচ্ছি? ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ।[১৫]

যুদ্ধের ময়দান: হযরত সায়্যিদুনা আবু তালহা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: উহুদের ময়দানে মুসলমানরা ছড়িয়ে পড়ার পর যখন ফিরে আসলো তখন প্রথম আগমনকারীর মধ্যে হযরত আমর বিন জামুহ ছিলো, আমি তাঁর পায়ের পঙ্গুত্বের দিকে দেখছিলাম ও তিনি এরূপ বলছিলেন: আল্লাহর শপথ! আমি জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী। অতঃপর আমি তাঁর ছেলে হযরত খালাদকে তাঁর পিতার পেছনে দৌঁড়াতে দেখলাম, এমনকি তারা উভয়ে শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা লাভ করে নিলেন। এই যুদ্ধে তাঁর স্ত্রীর ভাই হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমরও শহীদ হয়েছিলো।[১৬] উহুদের যুদ্ধ ৩য় হিজরীর ১৫ শাওয়ালুল মুকাররম শনিবার সংগঠিত হয়েছিলো।[১৭]

দোয়া কবুল হলো: উটের উপর তিনটি লাশ মুবারক রাখার পর হযরত আমর বিন জামুহ এর স্ত্রী হযরত হিন্দ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا উটকে মদীনার দিকে

১১. সবলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪/২১৪।
১২. মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা, ১৭/৩৭, নম্বর ৩২৬০৭।
১৩. সীরাতে হালবিয়া, ২/৩২৮। সীবুস সালফিস সালেহীন, ২৬৩ পৃষ্ঠা।
১৪. সালফিস সালেহীন, ২৬৩ পৃষ্ঠা। আসাতুল গাবাতী, ৪/২২১।
১৫. সীবুস সালফিস সালেহীন, ২৬৪ পৃষ্ঠা।
১৬. মাগাযী লিল ওয়াকেদী, ২৬৪, ২৬৫ পৃষ্ঠা।
১৭. সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩৪০ পৃষ্ঠা।

হাঁকালেন তখন তা বসে গেলো, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا বললেন: যে বোঝা তার উপর রয়েছে, এর কারণে এরূপ হলো, সম্মানিতা স্ত্রী হযরত হিন্দ رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا আরয করলেন: অনেক সময় এর উপর দুই উটের বোঝা তুলে দেয়া হয়েছিলো, তখন সে এরূপ করেনি, আমার অন্য কিছু মনে হচ্ছে, সম্মানিতা স্ত্রী আবারো উটকে হাঁকালেন তখন তা দাঁড়িয়ে আবারো বসে গেলো, অতঃপর উহুদের ময়দানের দিকে চালানো হলে তবে তা দ্রুত চলতে লাগলো। সম্মানিতা স্ত্রী হযরত হিন্দ প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলে তখন ইরশাদ করলেন: নিশ্চয়! উট আদেশ মান্য করে, তিনি কি কিছু বলেছিলেন? আরয করলেন: যখন আমর বিন জামুহ উহুদের দিকে যাচ্ছিলেন তখন কিবলামুখী হয়ে এই দোয়া করেছিলেন: হে আল্লাহ পাক! আমাকে আমার পরিবারের দিকে ফিরিয়ে এনো না আর আমাকে শাহাদাত দ্বারা ধন্য করো। ইরশাদ করলেন: এই কারণেই উট সামনে অগ্রসর হচ্ছিলো না।[১৮]

জু মাঙ্গনে কা তরীকা হে ইস তরহা মাঙ্গো
দরে করীম সে বান্দে কো কিয়া নেহী মিলতা

দাফন: আল্লাহ পাকের দয়াময় শান দেখুন যে, হযরত আমর বিন জামুহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর শুধু জিহাদের আগ্রহ নয় বরং শাহাদাতের মুকুট মাথায় সাজানোর আকাঙ্ক্ষাও পূরণ করলেন এবং পাশাপাশি অনেক শান ও মহত্বপূর্ণ উহুদের ময়দানকে তাঁর শেষ আরামের স্থানও বানিয়ে দিলেন। যেমনটি রাসুলে পাক صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: শহীদগণকে তাঁদের শাহাদতের স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।[১৯] অতঃপর প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে হযরত আমর বিন জামুহ ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমরকে একই কবরে দাফন করার হুকুম দেয়া হলো।[২০]

যখন কবর খোলা হলো: ৪৬ বছর পর উহুদের ময়দানে কতিপয় শহীদের কবর নরম হয়ে গেলো, যখন এই দু'জন সম্মানিত মনিষীর কবর খোলা হলো তখন উভয় সম্মানিত মনিষীর উপর দু'টি চাদর ছিলো, যা দ্বারা তাঁদের মুখ ঢাকা অবস্থায় ছিলো ও পায়ের উপর কিছু ঘাস রাখা হয়েছিলো আর এই দু'জন সম্মানিত মনিষীর শরীর মুবারকে কোনরূপ পরিবর্তন আসেনি, যেনো মনে হচ্ছে, কাল ওফাত লাভ করেছেন, অপর এক মতানুযায়ী হযরত আমর বিন জামুহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর হাত আঘাতের স্থান থেকে সরানো হলে তখন হাত আঘাতের স্থানে তেমনিভাবে ফিরে আসলো, যেমন পূর্বে ছিলো। আর সেখানে শহীদগণের কবর থেকে মুশকের ন্যায় সুগন্ধ আসছিলো।[২১]

[১৮]. সবলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪/২১৪। মাগাযী লিল ওয়াকেদী, ২৬৫।
[১৯]. তিরমিযী, ৩/২৭৬, হাদীস ১৭২৩।
[২০]. মাগাযী লিল ওয়াকেদী, ২৬৬ পৃষ্ঠা।
[২১]. সীরাতে হালবিয়া, ২/৩৩৯, ৩৪০। ফতহুল বারী, ৪/১৮৮, ১৩৫১ নং হাদীসের পাদটিকা।

পিতামাতার প্রতি বার্তা

ছোট্ট ছোট্ট বিষয় আর বড় বড় উপকারীতা

আসিফ জাহানযীব

সাধারণত মায়েরা যখন সন্তানদের গোসল করিয়ে প্রস্তুত করে থাকেন, তাদের চুল আঁচড়িয়ে দেন ও যখন তাদের চোখে সুরমা লাগান তখন তাদের চেহারায় কালো তিল অবশ্যই লাগিয়ে থাকেন। এই বিষয়টি এই জন্যই হয়ে থাকে যে, যাতে তাদের প্রিয় সন্তান কু-দৃষ্টি থেকে নিরাপদ থাকে।

ঠিক আছে, খুবই ভাল যে, সন্তানের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, কিন্তু এই ব্যবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত হয়ে থাকে যতক্ষণ সন্তান পিতামাতার আয়ত্বে থাকে। যখন সন্তান ৬ বা ৭ বছরের হয়ে যায়, এখন তারা আর সর্বদা পিতামাতার দৃষ্টির সামনে থাকে না, পবিত্রতা ও অপবিত্রতার খেয়ালও তারা ভালোভাবে রাখতে পারে না, এই অবস্থায় তারা খেলাধুলাও করে, ছোট্ট ছোট্ট দুষ্টামিও করে, যা প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেক ভালো লাগে, তারা ঘরের বাইরেও যায়, অনেক মানুষের দৃষ্টিও তাদের উপর পড়ে থাকে এবং তাদের কু-দৃষ্টি লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, অতএব নিজের সন্তানকে স্বয়ং এর উপযুক্ত বানিয়ে দিন, যেনো তারা এই পেরেশানিগুলো থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে পারে। এর জন্য পিতামাতাকে একটি কাজ করতে হবে, তা হলো যে, নিজের সন্তানকে দৈনন্দিন বিষয়ের প্রয়োজনীয় দোয়া সমূহ শিখাতে হবে, শুধু শিখাবেন না বরং এই দোয়া গুলো পাঠ করা তাদের অভ্যাস বানিয়ে দিন,

উদাহরণ স্বরূপ:

(১) সাধারণত ওয়াশরুমে দুষ্ট জ্বিন থাকে, যদি সন্তান ওয়াশরুমে যাওয়ার পূর্বে ওয়াশরুমে যাওয়ার দোয়া পাঠ করে নেয় তবে নিশ্চয় এই মন্দ জিনিসের প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকবে।

কেননা আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

* দোয়া আল্লাহ পাকের সৈন্যদের মধ্যে এক সৈন্য।
(ফয়যুল কদীর, ৩/৫৪২, হাদীস ৪২৬৩)

* দোয়া মুমিনের হাতিয়ার।
(মুস্তাদরিক, ২/১৬৪, হাদীস ১৮৬১)

(২) সন্তানরা দিনে কয়েকবারই ঘর থেকে বাইরে আসা যাওয়াও করে, সবার দৃষ্টিও সন্তানের উপর পড়ে থাকে। এমতাবস্থায় কারো কু-দৃষ্টিও লেগে যেতে পারে, তাছাড়া আল্লাহ না করুক কোন দূর্ঘটনাও ঘটতে পারে, অতএব যদি সন্তান ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া পাঠ করতে অভ্যস্ত হয় তবে আল্লাহ পাকের দয়ায় আশা করা যায় যে, সে কু-দৃষ্টি ও হঠাৎ দূর্ঘটনা ইত্যাদি থেকে নিরাপদ থাকবে।

(৩) সন্তান ভ্যানে করে স্কুলে যায় তাই তাকে বাহনে আরোহনের দোয়া পাঠ করার অভ্যস্ত বানিয়ে নিন, এতে সন্তান সম্পূর্ণ পথ নিরাপদে অতিবাহিত করবে।

(৪) সকাল সন্ধ্যার যে দোয়া সমূহ রয়েছে, যদি বান্দা সকালে পড়ে তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত আর সন্ধ্যায় পড়লে তবে সকাল পর্যন্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। এই দোয়াগুলো সন্তানকে মুখস্ত করিয়ে সকাল সন্ধ্যা পড়ার অভ্যাস গড়ুন। এতে اِنْ شَآءَ الله ঈমান আরো দৃঢ় হবে ও অসংখ্য বিপদাপদ থেকে মুক্তিও অর্জিত হবে।

অনুরূপভাবে দৈনন্দিন বিষয়াদি, যেমন; পানাহার করা, ঘুমানো ও জাগ্রত হওয়া, ঘর থেকে বাইরে বের হওয়া ও ঘরে প্রবেশ করা ইত্যাদি।

দেখতে তো তা ছোট ছোট ব্যাপার কিন্তু এর উপকারীতা অনেক বড়। এই দোয়া সমূহের বরকতে আল্লাহ পাকের রহমত সর্বদা সাথে থাকবে। যদি সন্তানের এই বিষয়াদির দোয়া মুখস্ত থাকে আর এই দোয়াগুলো পাঠ করা সন্তানদের অভ্যাসও থাকে, তবে নিশ্চয় আপনার সন্তান এই দোয়া সমূহের বরকতে অনেক বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত হয়ে যাবে। অতএব আমাদের উচিৎ যে, আমরা যেনো আমাদের সন্তানদেরকে দৈনন্দিন বিষয়ের দোয়া সমূহ শিখাই, তাদেরকে এর উপকারীতা বলি এবং সন্তানদের এই দোয়া সমূহ পাঠে অভ্যস্ত করি। যাতে সন্তানরা এই দোয়ার বরকতে আকস্মিক আসা বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকে।

ধারাবাহিক পর্ব: টাইম ম্যানেজমেন্ট

সময়ের বাস্তবতা (১ম পর্ব)

মাওলানা মুহাম্মদ আসিফ ইকবাল আত্তারী মাদানী

সময় কি?

সময় আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামত। সময়কে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়, কখনো আমরা একে ঘন্টা ও দিন হিসেবে ব্যাখ্যা করি, কখনো একে দিন ও রাত বলি, কখনো সকাল ও সন্ধ্যা বলে ডাকি, কখনো এই সময়ের নাম অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত রাখি আর কখনো "আজ" ও"কাল" বলে থাকি।

কুরআনে করীমে বিভিন্নভাবে এই বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে, যা সময়/যুগ সম্বলিত। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: (وَمِنْ اٰیٰتِهِ الَّیْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ[১]) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর তাঁরই নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ।[১]

অতিবাহিত হওয়া সময় দু'টি বিষয় নিয়ে গঠিত, একটি হলো দিন আর অপরটি হলো রাত, এ ব্যাপারে হযরত ঈসা عَلَیْهِ السَّلَام বলেন: اِنَّ هٰذَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَزَانَتَانِ فَانْظُرُوْا مَا تَصْنَعُوْنَ فِيْهِمَا **অনুবাদ:** দিন ও রাত হলো দু'টি ধন ভান্ডার, সুতরাং দেখতে থাকে যে, তুমি এই ধন ভান্ডারে কি রাখছো।[২]

কুরআনে করীমে সময়ের গুরুত্ব ও মূল্যের বর্ণনা

وَالْعَصْرِ ۙ﴿۱﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۙ﴿۲﴾ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ۬ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐ মাহবূবের যুগের শপথ! নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, কিন্তু (তারা নয়) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং একে অপরকে সত্যের জন্য জোর দিয়েছে আর একে অপরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে।[৩]

মানুষের ক্ষতি হলো যে, তার বয়স যা তার মূল মূলধন ও সম্পদ, তা ধারাবাহিক ভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে। অতএব এই মূলধনকে ভালো কাজে ব্যয় করুন ও শুধু নিজেকে নয় বরং অপরকেও উপকৃত করুন। সূরা আসরের তাফসীরের আলোকে তাফসীরে কবীরে এক বুযুর্গের বাণী হলো: আমি সূরা আসরের মূলকথা এক বরফ বিক্রেতার কাছ থেকে শিখেছি, যে বাজারে বার বার ঘোষণা করছিলো যে, "ঐ ব্যক্তির প্রতি দয়া করো, যার মূলধন বিগলিত হয়ে যাচ্ছে।" এই ঘোষণা শুনে আমি বললাম: এটাই হলো (اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۙ﴿۲﴾) এর মূলকথা, যেই জীবন মানুষকে দেয়া হয়েছে, তা বরফের বিগলিত হয়ে যাওয়ার মতোই দ্রুততার সহিত অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, একে যদি নষ্ট করা হয় বা ভুল কাজে ব্যয় করা হয় তবে মানুষের ক্ষতিই ক্ষতি।[৪]

প্রিয় নবী ﷺ এর দৃষ্টিতে সময়ের গুরুত্ব ও মূল্য:

১. পারা ২৪, সূরা হামীম সাজদা, আয়াত ৩৭।
২. তারিখে ইবনে আসাকির, ৪৭/৪৩৫।
৩. পারা ৩০, সূরা আসর, আয়াত ১-৩।
৪. তাফসীরে কবীর, ১১/২৭৮।

এতে তো কোন দ্বিমত নেই যে, “জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত।” যেই সময় পেয়েছে তা পেয়েছে, ভবিষ্যতে সময় পাওয়ার আশা হলো ধোঁকা। কে জানে ভবিষ্যত মুহূর্তে আমরা মৃত্যুর কোলে থাকবো হয়তো। সময়ের গুরুত্ব প্রদানকারী সবচেয়ে মহান ব্যক্তিত্ব **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ **অনুবাদ:** পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে গণিমত মনে করো: (১) নিজের যৌবনকে নিজের বাধ্যর্কের পূর্বে (২) নিজের সুস্থতাকে নিজের অসুস্থতার পূর্বে (৩) নিজের বিত্তশালিতাকে নিজের অভাবের পূর্বে (৪) নিজের অবসরকে নিজের ব্যস্ততার পূর্বে এবং (৫) নিজের জীবনকে নিজের মৃত্যুর পূর্বে।[৫]

তাছাড়া **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَا مِنْ يَوْمٍ طَلَعَتْ شَمْسُهُ فِيْهِ اِلَّا يَقُوْلُ مَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَعْمَلَ فِيَّ خَيْرًا فَلْيَعْمَلْهُ فَاِنِّيْ غَيْرُ مُكَرَّرٍ عَلَيْكُمْ اَبَدًا **অনুবাদ:** প্রতিদিন যখন সূর্য উদিত হয় তখন দিন এই ঘোষণা করে: যে ব্যক্তি আমার মাঝে ভালো কাজ করতে পারবে তবে করে নাও, কেননা আজকের পর আমি আর কখনোই ফিরে আসবো না।[৬]

বুযুর্গানে দ্বীন ও সময়:

সময়ের গুরুত্ব প্রদানকারীদের বাণীও সময়ের গুরুত্বকে প্রবলভাবে জাগ্রত করে যে, এই নেককার মনিষীরা নিজেরাও তাঁদের সময়ের গুরুত্ব দিয়েছেন এবং জগতবাসীকেও গুরুত্ব বুঝিয়েছেন, নিজেরাও উপকৃত হয়েছেন এবং অপরকেও উপকৃত করেছেন আর এই হাদীসে পাকের তাফসীর হয়ে গেছে: خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَّنْفَعُ النَّاسَ অর্থাৎ মানুষের মধ্যে উত্তম সেই, যে মানুষকে উপকৃত করে।[৭]

এখানে ঐ মহান মনিষীদের দু'টি বাণী তুলে ধরা হলো:

(১) হযরত আবু দারদা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ **বলেন:** يَا اِبْنَ آدَمَ اِنَّمَا اَنْتَ اَيَّامٌ فَكُلَّمَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ অর্থাৎ হে মানব! তুমি দিনসমূহের সমষ্টি, যখন একটি দিন অতিবাহিত হয়ে যায় তবে এরূপ মনে করো যে, তোমার জীবনের একটি অংশও অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে।[৮]

(২) একবার কেউ হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কে আরয করলো: আমীরুল মুমিনীন! এই কাজটি আপনি আগামী কাল করে নিয়েন তখন তিনি বললেন: আমি দিনের কাজ দিনেই অনেক কষ্টে সম্পন্ন করি, যদি আজকের কাজ আগামী দিনের জন্য রেখে দিই তবে দু'দিনের কাজ একদিনে কিভাবে করবো?[৯]

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সময়ে গুরুত্ব বুঝার ও নিজের সময়কে ভালভাবে ব্যবহার করার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

অবশিষ্ট পরবর্তী সংখ্যায়

[৫]. মুস্তাদরাক, ৫/৪৩৫, হাদীস ৭৯১৬।
[৬]. শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৮৬, হাদীস ৩৮৪০।
[৭]. কানযুল উম্মাল, ১৬তম অংশ, ৮/৫৪, হাদীস ৪৪১৪৭।
[৮]. শুয়াবুল ঈমান, ৭/৩৮১, নম্বর ১০৬৬৩।
[৯]. সীরাত ও মানাকিবে ওমর বিন আব্দুল আযীয, আল মারুফ সীরাতে ইবনে জাওযী, ২২৫ পৃষ্ঠা।

আনন্দ বন্টন করুন
নেকী অর্জন করুন

মাওলানা সৈয়দ সামরুল হুদা আত্তারী ইয়েমেনী

ফয়যানে হাদীস

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِنَّ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللهِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ اِدْخَالُ السُّرُوْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ" অর্থাৎ: **আল্লাহ পাকের** নিকট ফরয আদায়ের পর সবচেয়ে উত্তম আমল হলো মুসলমানদের মন খুশি করা।[১]

আল্লামা মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীসের ব্যাখ্যায় যা বলেছেন তার সারাংশ হলো: ফরযে আইন অর্থাৎ নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ ইত্যাদি আদায়ের পর **আল্লাহ পাকের** নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হলো যে, মুসলমানের মন খুশি করা। হোক তাকে কিছু দিয়ে বা তার দুঃখ ও কষ্ট দূর করে কিংবা অত্যাচারিতকে সাহায্য করে অথবা এগুলো ব্যতীত অন্য সকল কাজ যা খুশির উপলক্ষ্য হয়।

খুশি ঐ অন্তরের স্বাদকে বলা হয়, যা কোন নেয়ামত অর্জন বা তা অর্জনের আশায় অনুভব করা যায়।[২]

মানুষের মাঝে খুশি বন্টন করা ও দুঃখ দূর করা **আল্লাহর** নৈকট্য অর্জনের অনন্য মাধ্যম। **আল্লাহ পাকের** বান্দাদের দুঃখ নিবারণকারী, তাদের খুশি প্রদানকারীরা ক্ষতিতে নেই আর না তাদের এই আমল উপকারবিহীন বরং এটা অনেক বড় নেকী।

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরাও رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِين এর গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন, যেমনটি যখন কেউ হযরত মুহাম্মদ বিন মুনকাদির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে জিজ্ঞাসা করলো: এমন কি জিনিস, যা আপনার সুখ ও আনন্দকে অব্যাহত রাখে? বললেন: মুসলমান ভাইদের সাথে সাক্ষাত করা ও তাদের অন্তরে আনন্দ প্রদান করা।[৩]

খুশি বন্টনের দুনিয়াবী প্রতিদান: খুশি বন্টনে অসংখ্য হিকমত ও উপকারীতা রয়েছে, এর ভালো প্রভাবে পুরো সমাজই প্রভাবিত হয়, যেমন; (১) মুসলমান ভাইয়ের পেরেশানি দূর হয় (২) মানুষের অন্তরে তার জন্য সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা সৃষ্টি হয়

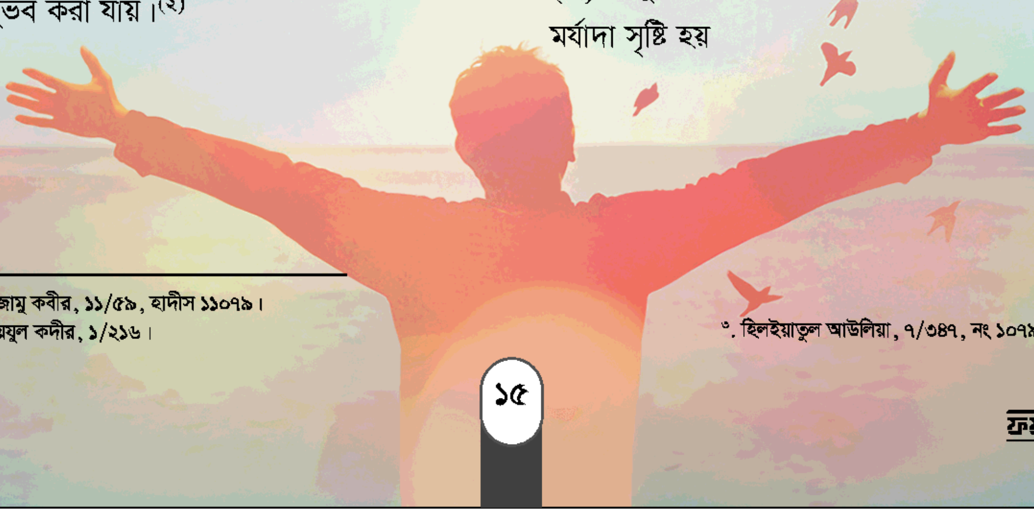

১. মু'জামু কবীর, ১১/৫৯, হাদীস ১১০৭৯।
২. ফয়যুল কদীর, ১/২১৬।
৩. হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৪৭, নং ১০৭৯৮।

(৩) অন্যরা এর উৎসাহ পায় (৪) মুসলমানের দোয়া অর্জিত হয়।

খুশি বন্টনকারীর জন্য পরকালিন নেয়ামত সমূহ: **(১) আল্লাহ পাক ও তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্টি হয়: **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট কেউ জিজ্ঞাসা করলো যে, **আল্লাহ পাকে**র নিকট অধিক পছন্দনীয় বান্দা ও পছন্দনীয় আমল কোনটি? ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাকে**র নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় বান্দা হলো সেই, যে মানুষকে সবচেয়ে বেশি উপকার করে এবং **আল্লাহ পাকে**র নিকট পছন্দনীয় আমল হলো মুমিনকে খুশি করা।[৪]

(২) তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের নিজের মুসলমান ভাইয়ের অন্তরে খুশি প্রদান করা, তাদের পেট ভর্তি করা এবং তাদের কষ্ট দূর করা মাগফিরাতকে (তথা ক্ষমা) ওয়াজিবকারী বিষয়।[৫]

(৩) কবরের ভয়াবহতা ও আতঙ্ক থেকে বাঁচিয়ে নেয়া হয়: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন মুমিনের অন্তরে খুশি প্রদান করে তবে **আল্লাহ পাক** তা থেকে একটি ফিরিশতা সৃষ্টি করেন, যে **তাঁর** ইবাদতে লিপ্ত থাকে। যখন সেই বান্দা কবরে চলে যায় তখন সেই ফিরিশতা এসে বলবে: তুমি কি আমাকে চিনো? সে বলবে: তুমি কে? ফিরিশতা বলবে: আমি হলাম সেই খুশি, যা তুমি অমুকের অন্তরে প্রদান করেছিলে, আমি আজ আতঙ্কে তোমাকে আনন্দ প্রদান করবো, উত্তর প্রদানে অটলতা প্রদান করবো, **আল্লাহ পাকের** দরবারে তোমার জন্য সুপারিশ করবো আর তোমাকে জান্নাতে তোমার ঠিকানা দেখাবো।[৬]

(৪) দারুল ফারাহ'র মধ্যে প্রবেশ করানো হবে: হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় জান্নাতে একটি ঘর রয়েছে, যাকে দারুল ফারাহ বলা হয়। এতে ঐ লোকই প্রবেশ করবে, যে শিশুদের খুশি করে।[৭]

খুশি বন্টনের কয়েকটি অবস্থা: মনে রাখবেন! এমন অনেক আমল রয়েছে, যা করার জন্য নাতো অনেক বেশি খরচ করার প্রয়োজন হয় আর না শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে হয় বরং এতে আমাদের সামান্য মনোযোগই প্রয়োজন হয়ে থাকে অতঃপর আপনারা নিজেই দেখবেন যে, চলতে ফিরতে আমরা অনেক নেকী অর্জন করবো। এর উদাহরণ নিম্নে উপস্থাপন করছি:

(১) যদি আপনি কোন পিপাসার্তকে পানি পান করিয়ে দেন তবে দেখতে এটা অনেক বড় আমল নয় কিন্তু এতে তার অন্তর খুশি হবে এবং এতে ক্ষমার সুসংবাদও শুনানো হয়েছে।

[৪]. মু'জামু আওসাত, ৪/২৯৩, হাদীস ৬০২৬।
[৫]. জামউল জাওয়ামেয়ে, ৩/১৫০, হাদীস ৭৯৩৬।
[৬]. আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/২৬৬, হাদীস ২৩।
[৭]. জামেয়ে সগীর, ১৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৩২১।

(২) নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে আপনি কাউকে উপকারী পরামর্শ দিলেন তবে এতে আপনার কিছু খরচ তো হলো না কিন্তু আপনার কারণে কারো জীবন সজ্জিত হয়ে গেলো।

(৩) অধিনস্থদের কারো কৃতিত্বে উৎসাহ মূলক বাক্য বলে দিলেন, তবে আপনার এই বাক্য তার আশা বৃদ্ধির কারণ হবে এবং সে খুশি হয়ে পূর্বের চেয়েও বেশি পরিশ্রম করে কাজ করবে, তাছাড়া তার অন্তরে আপনার প্রতি সম্মানও বৃদ্ধি পাবে।

(৪) কাউকে দেখলেন যে বোঝা বহন করছে, আপনি তার থেকে সেই বোঝা নিয়ে নিলেন এবং কয়েক কদম চললেন তবে আপনি তার অন্তরে জায়গা করে নিলেন।

(৫) আপনি কারো সাথে সাক্ষাত করলেন ও মুচকি হেসে কুশলাদী জানতে চাইলেন, তাকে সাহস জুগিয়ে কিছুক্ষণ সময় দিলেন তবে সে এত খুশি হবে যে, আপনার এই আচরণ সর্বদা স্মরণ রাখবে।

(৬) আপনি অনেক ব্যস্ত ছিলেন, এই সময়ে কেউ এমন কোন কথা শেয়ার করতে চাইলো, যাতে আপনার কোন আগ্রহ ছিলো না, তবুও আপনি মনোযোগ সহকারে তার কথা শুনলেন, তবে আপনার এই কয়েক মিনিট তার অনেক বড় বোঝা হালকা করে দিলো।

এই উদাহরণ সমূহের ব্যাপারে ভাবলে অনুভব করবেন যে, শুধু সামান্য মনোযোগের কারণে কষ্টবিহীন অল্প সময়ে মানুষের অন্তর খুশি করা যায় ও অনেক নেকী অর্জন করা যায়, দেখতে ছোট মনে হওয়া এই নেকীর প্রতিদান যখন কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে তখন আবারো আশা করবে যে, হায়! আমরা যদি দুনিয়ায় কোন একটি নেকীও না ছাড়তাম, তবে আজ আমলনামা নেকীতে ভরা থাকতো। অতএব সেইদিনের আফসোস ও দীর্ঘশ্বাসের চেয়ে অনেক ভালো যে, জীবদ্দশাতেই সুস্থতা ও অবসরকে গণিমত মনে করুন এবং যেভাবে সম্ভব মানুষকে খুশি করতে থাকুন ও নেকী অর্জন করতে থাকুন।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে অন্যদের জন্য খুশির উপলক্ষ্য বানিয়ে দিক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم [৪]

নিজের বুযুর্গদের স্মরণে রাখুন

শাওয়ালুল মুকাররম হলো ইসলামী বছরের দশম মাস। এতে যে সকল সাহাবায়ে কিরাম, আউলিয়ায়ে এজাম ও ওলামায়ে ইসলামের ওফাত বা ওরশ রয়েছে, এর মধ্যে ৭৩ জনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা "মাসিক ফয়যানে মদীনা" শাওয়ালুল মুকাররম ১৪৩৮ হিঃ থেকে ১৪৪২ হিঃ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোতে করা হয়েছে।

আরো কিছু পরিচিতি তুলে ধরা হলো:

সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان

(১) ইসলামী মনিষী হযরত মুসআবুল খাইর কারশী আব্দরী رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ সম্পদশালী বংশের উজ্জল প্রদীপ, সুন্দর ও সুশ্রী যুবক, সুন্দর চুলের অধিকারী ও ভালো পোশাকের অধিকারী ছিলেন, ইসলামের প্রাথমিক দিকে মুসলমান হয়েছেন, হাবশা হিজরত করেন, বাইয়াতে উকবার পর ইসলামী মুবাল্লিগ হয়ে মদীনা শরীফে হিজরত করেন, তাঁর দ্বীনের প্রচারে আউস ও খাযরাজের অনেক সর্দার ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ যেমন; হযরত সা'দ বিন মুয়ায ও হযরত উসাইদ বিন হাদ্বীর প্রমূখ ঈমান আনয়ন করেন, বদর ও উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পতাকাবাহী ছিলেন, উহুদের যুদ্ধে (১৫ শাওয়াল ৩য় হিঃ) বীরত্বের সাথে লড়াই করে শাহাদতের সুধা পান করে নেন। (তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৩/৮৫-৯০)

(২) হযরত ইয়াযিদ বিন যামআ আসাদী কারশী رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ কোরাইশ গোত্রের শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন, তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা رَضِیَ اللہُ عَنۡهَا এর ভাতিজা এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের সাহাবী ছিলেন, প্রথমে হাবশা অতঃপর মদীনা শরীফে হিজরত করেন, ১০

শাওয়াল ৮ম হিজরীতে হুনাইনের যুদ্ধে বা তায়েফের যুদ্ধে শাহাদতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন।

(আল ইস্তিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৪/১৩৫। মুসাওয়ারু গাযওয়াতিন নবী, ৫৬-৫৮ পৃষ্ঠা)

আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام:

(৩) রাহনুমায়ে মিল্লাত হযরত সৈয়দ আলী বাগদাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন, সম্মানিত পিতা হযরত সৈয়দ মহিউদ্দীন আবু নসর ও বাগদাদের অন্যান্য ওলামা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام থেকে ইলম ও সূফীবাদের শিক্ষা অর্জন করেন, সম্মানিত পিতা থেকে খিরকায়ে খিলাফত লাভ করেন, তিনি ২৩ শাওয়াল ৭৩৯ হিজরীতে বাগদাদে ওফাত লাভ করেন ও সেখানেই সমাহিত হন।

(শরহে শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া, ৯৩ পৃষ্ঠা। তাযকিরায়ে মাশায়িখে কাদেরীয়া রযবীয়া, ২৭১ পৃষ্ঠা)

(৪) হযরত খাজা আবুল মুযাফফর মওদুদ রুকনুদ্দীন কানশকর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ফরিদী বংশে জন্ম গ্রহণ করেন ও ২২ শাওয়াল ৮১১হিজরীতে ওফাত লাভ করেন, তাঁর মাযার পিরান পটনে (গুজরাট, ভারত) অবস্থিত, তিনি খাজা যাহিদ চিশতীর মুরীদ ও খলিফা, গুজরাটের প্রসিদ্ধ শায়খে তরীকত, যুগের সুলতানের মুর্শিদ এবং অফুরন্ত ফয়েয প্রদানকারী বুযুর্গ ছিলেন। (তাযকিরাতুল আনসাব, ৮১ পৃষ্ঠা)

(৫) শাহজাদায়ে শামসুল আরেফীন হযরত খাজা মুহাম্মদ শূজাউদ্দীন সিয়ালভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ১২৬৪ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন ও ২রা শাওয়াল ১৩২২ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন, সিয়াল শরীফে সমাহিত হন। তিনি কুরআনের হাফিয, ইসলামী জ্ঞানে জ্ঞানী, খাজা শামসুদ্দীনের মুরীদ ও খলিফা এবং উত্তম স্বভাবের অধিকারী ছিলেন।

(ফউযুল মাকাল ফি খোলাফায়ে পীরে সিয়াল, ১/৮৭-৯০)

(৬) অলীয়ে কামিল হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ শাহ কাদেরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ইরাকের গ্রামে ১২০২ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন আর ৪ শাওয়াল ১৩২২ হিজরীতে খুদদার বেলুচিস্তানে ওফাত লাভ করেন, তাঁর মাযার শরীফ ফিরোজাবাদে (খুদদার) অবস্থিত। তিনি কাদেরীয়া সিলসিলার শায়খে তরীকত, তাবলীগ ও সংশোধনের প্রেরনায় নিবেদিত ছিলেন, আরবীসহ ৬টিরও বেশি ভাষায় পারদর্শী এবং হাজী সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন। (ইনসাইক্লোপিডিয়া আউলিয়ায়ে কিরাম, ১/৪৪৬)

ওলামায়ে ইসলাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام

(৭) হযরত আল্লামা আব্দুর রাসূল উসমানী গুজরাটি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কবরোঞ্জে জন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি আহমদাবাদে (গুজরাট, ভারত) লালিত পালিত হন, তিনি আমলদার আলিম, মহান মুহাদ্দিস, মুফতীয়ে ইসলাম, লেখক, আরিফ বিল্লাহ আল্লামা আব্দুল মাজেদ আলাভী গুজরাটীর মুরীদ ছিলেন, তিনি উত্তর ভারতের অনেক জায়গায় বিচারকও ছিলেন, আশ শামায়িলে মুহাম্মদীয়া তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা, তিনি ১৯ শাওয়াল ১১৩০ হিজরীতে আহমদাবাদ গুজরাটে ওফাত লাভ করেন।

(শামায়িলে মুহাম্মদীয়া লিআবদে রাসূল, ২২-২৩)

(৮) উস্তাযুল উলামা হযরত মাওলানা কাযী আহমদ উদ্দীন বাগভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বগা (পিন্ডি

দাদনখান, জেহলম জেলা) 'র এক শিক্ষিত পরিবারে ১২২৩ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন আর ১৩ শাওয়াল ১২৮৬ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন, বাগুইয়া জামে মসজিদ ভেরার (সারগোদা জেলায়) দক্ষিণ পাশে সমাহিত হন। তিনি হাফিযে কুরআন, মহান আলিমে দ্বীন, হযরত শাহ গোলাম আলী মুজাদ্দেদী দেহলভীর মুরীদ, বগা, লাহোর ভীরায় শিক্ষকতা, ফতোয়া প্রদান, লেখালেখি এবং কিতাবের হাশিয়া লেখার সৌভাগ্য লাভ করেন। জামে মসজিদ বাগোইয়া-ভীরা পূণনির্মাণ এবং এখানকার মাদরাসা প্রতিষ্ঠা তার তত্বাবধানে হয়েছে।

(তাযকিরায়ে ওলামায়ে ইহলে সুন্নাত ওয়া জামাআত লাহোর, ১৫২ পৃষ্ঠা)

(৯) হযরত ইমাম শায়খ মুহাম্মদ সাঈদ কাসেমী জিলানী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَیۡه গাউছে আযমের বংশের শামী শাখ আলে কাসেমী ১২৫৯ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন আর ২২ শাওয়াল ১৩১৭ হিজরীতে দামেশকে ওফাত লাভ করেন, জানাযার নামায জামেয়া সানানিয়ায় অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁর পিতার মাযারের পাশে বাবে সগীর কবরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন বিজ্ঞ আলিমে দ্বীন, কিতাবের লেখক, দিওয়ানে শায়েরের লেখক, অধিক অধ্যয়ন ও সুন্দর ব্যক্তিত্বের মালিক। বাদাইল গালফ ফিস সানাআতে ওয়াল হরফ 'র লেখক ছিলেন। (ইত্তিহাফুল আকাবির, ৪২৬ পৃষ্ঠা)

(১০) উস্তাযুল ওলামা হযরত মাওলানা কাযী মুহাম্মদ ফারুক আব্বাসী চিরইয়াকোটী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَیۡه ১২৫৪ হিজরীতে চিরইয়াকোট (ইউপি) ভারতে জন্ম গ্রহণ করেন আর ১৩ শাওয়াল ১৩২৭ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন, খানকায়ে ধাওয়া শরীফে (গাজিপুরের নিকটে, ইউপি, ভারত) দাফন করা হয়। তিনি চিরইয়াকোটের শিক্ষিত কাযী পরিবারের উজ্জল প্রদীপ, যুক্তিবিদ্যা ও ইতিহাসের অভিজ্ঞ, রচয়িতা, প্রসিদ্ধ শিক্ষক, আরবী, ফার্সি এবং উর্দূর পারদর্শী লেখক ও শায়ের ছিলেন, প্রসিদ্ধ কিতাব আনওয়ারে সা'তেয়ায় তাঁর আবৃত্তি স্মরনীয় হয়ে আছে।

(মুমতায ওলামায়ে ফিরিঙ্গি মহল লাখনভী, ৩১৬ পৃষ্ঠা। তিন আযিম বেটে, ৬৮ পৃষ্ঠা)

(১১) মাওলা বাবা হযরত মাওলানা সৈয়দ আব্দুল হামিদ শাহ চিশতী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَیۡه আনুমানিক ১২৫২ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন আর ৮ শাওয়াল ১৩৫২ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন, নরতোপা কবরস্থানে (তাহসিল: হাদর ও জেলা: অ্যাটক) দাফন করা হয়। তিনি জামেয়ে মা'কুল ও মানকুল এবং দরসে নিজামীর মুদাররীস ছিলেন।

(তাযকিরায়ে ওলামায়ে আহলে সুন্নাত জেলা অ্যাটক, ৯০ পৃষ্ঠা)

(১২) কায়েদে আওয়াম ও খাওয়াসে আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা নূরুল হাসান জামাআতী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَیۡه সিয়ালকোটের শিক্ষিত পরিবারে ১৩৬০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন আর এখানেই ২৪ শাওয়াল ১৩৭৪ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন, তাঁর মাযার বাবা শহীদাঁ কবর স্থানে অবস্থিত। তিনি ইসলামিক স্কলার, মুনাযিরে আহলে সুন্নাত, হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদানকারী খতিব, কিতাব লিখক, খলিফায়ে আমীরে মিল্লাত এবং সক্রিয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।

(তাযকিরায়ে খলিফায়ে আমীরে মিল্লাত, ১৯২-১৯৭ পৃষ্ঠা)

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

মে ২০২২ ইংরেজী

মুফতী ফুযাইল রযা আত্তারী

(০১) ঈদের নামাযের পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায় করা না হলে তবে এর হুকুম কি হবে?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন, কোন ব্যক্তি ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায় করেনি আর কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো তখন কি হুকুম হবে? তাছাড়া এটাও জানিয়ে দিন যে, সে কি এই দেরীর জন্য গুনাহগার হবে নাকি হবে না? **(প্রশ্নকর্তা: বিনতে আব্দুর রহমান)**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

ঈদের দিন সুবহে সাদিক হতেই নিসাব পরিমাণ সম্পদের মলিকের উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়ে যায়, যা জীবদ্দশায় যে কোন সময় আদায় করা যাবে, তবে ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করা উত্তম ও সুন্নাত। অতএব যদি কেউ ঈদের নামাযের পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায় না করে তবে পরবর্তীতে যত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হোক না কেন, তার উপর এই সদকায়ে ফিতর ক্ষমা হবে না বরং এটাই হুকুম যে, সে নিজের এই ওয়াজিব আদায় করবে। আর জীবনে যখনই আদায় করবে তা 'আদা' এরই অন্তর্ভূক্ত হবে, কাযা নয়।তাছাড়া সদকায়ে ফিতর আদায়ে দেরী করার কারণে শরয়ীভাবে যদিও গুনাহগার নয়, তবে এই দেরী হলো মাকরূহে তানযিহী অর্থাৎ শরীয়াত তা পছন্দ করে না, অতএব তা থেকে বিরত থাকা উত্তম। وَاللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(০২) জানাযার নামাযে মুক্তাদীর তাকবীর বলা কি জরুরী?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন, জানাযার নামাযে মুক্তাদীর তাকবীর বলা আবশ্যক কি না? যদি মুক্তাদী ইমামের তাকবীর বলাকে যথেষ্ট মনে করে তাকবীর না বলে তবে মুক্তাদীর জানাযার নামাযের হুকুম কি হবে? **(প্রশ্নকর্তা: আব্দুর রহমান)**

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জানাযার নামাযে তাকবীর সমূহ বলা ফরয, তা ছেড়ে দেয়াতে জানাযার নামায বাতিল হয়ে যায়, অতএব এমতাবস্থায় মুক্তাদীরও তাকবীর সমূহ বলা ফরয, যদি মুক্তাদী ইমাম সাহেবের তাকবীর বলাকে যথেষ্ট মনে করে তাকবীর সমূহ না বলে তবে মুক্তাদীর জানাযার নামায বাতিল হয়ে যাবে। وَاللّٰہُ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَمُ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(০৩) ঋণের টাকা ডলারের বর্তমান বাজার দরের হিসেবে নেয়ার হুকুম?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন, যায়েদ বকর থেকে কয়েক বছর পূর্বে দুই লাখ টাকা ধার (ঋণ) নিয়েছিলো। ঋণ নেয়ার সময় উভয়ের মাঝে কোনরূপ শর্ত ছিলো না যে, ঋণ কিভাবে আদায় করবে। এখন যখন ঋণ ফেরত দেয়ার সময় হলো তখন বকর বললো, এখন যেহেতু ডলারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই আমি ডলারের হিসেবেই নিবো। এখন এটাই জানতে চাই যে, বকরের এরূপ বলা কি শরয়ীভাবে বিশুদ্ধ আর যায়েদকে কি এখন এই ঋণ ডলারের হিসেবে আদায় করতে হবে? **(প্রশ্নকর্তা: আব্দুল ওয়াহেদ)**

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

শরয়ী মূলনীতি হলো, শুধুমাত্র মিসলী আশিয়া (অর্থাৎ ঐসকল পণ্য, যার মতো বাজারে পাওয়া যায়) ঋণ হিসেবে দেয়া যাবে আর ঋণ ফেরত দেয়ার সময় গ্রহণ করা জিনিসের মতোই আদায় করতে হবে, এর মূল্য বৃদ্ধি বা কম হওয়া কোন কিছুই নির্ভর করে না, অতএব জিজ্ঞাসিত অবস্থায় যেহেতু বকর যায়েদকে দুই লাখ টাকা ঋণ দিয়েছিলো, যা মিসলী আশিয়ার অন্তর্ভূক্ত তাই যায়েদের উপর শুধুমাত্র দুই লাখ টাকাই আদায় করা আবশ্যক আর বকরের ডলারের মাধ্যমে বা ডলারের দাম অনুযায়ী আদায়ের দাবী শরয়ীভাবে জায়িয নেই।

ধরুন যদি সে এভাবে শর্ত করে নিতো যে, এই দুই লাখ টাকা ডলার বা ডলারের মূল্য অনুযায়ী আদায় করতে হবে, তবুও তা জায়িয হতো না আর এই শর্ত বাতিল হতো, আর ঋণ গ্রহীতার শুধু দুই লাখ টাকা ফেরত দেয়া আবশ্যক হতো। وَاللّٰہُ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَمُ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(০৪) বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়ায় মালামাল প্রদান করার হুকুম?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন, আমি বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে বৈদ্যুতিক মালামাল অর্থাৎ ফ্যান, এসি, জেনারেটর, কালার লাইট ইত্যাদি ভাড়ায় প্রদান করে থাকি, অনেক বিবাহে মেহেদী রাত ইত্যাদিতে নারী পুরুষের মেলামেশা, নাচ-গান এবং অর্ধউলঙ্গ পোশাকের মহিলারাও থাকে, তবে আমার, বিবাহের জন্য উল্লেখিত মালামাল ভাড়ায় দেয়া এবং এর পারিশ্রমিক নেয়া কি ঠিক? আমি হারাম খাচ্ছি না তো?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَایَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় আপনার ফ্যান, এসি, জেনারেটর, কালার লাইট ইত্যাদি বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়ায় দেয়া ও এর পারিশ্রমিক নেয়া জায়িয ও হালাল, কেননা চুক্তি হলো উল্লেখিত মালামালের আর এতে কোন গুনাহ নেই। আর রইলো বিবাহে যদি নাচ গান ইত্যাদি নাজায়িয কাজ হয় তবে এটা তাদের কর্ম এবং এই গুনাহের যিম্মাদার সম্পাদনকারীর নিজের উপর হবে, আপনি নয়, তবে হ্যাঁ, তাদের গুনাহে সহায়তার নিয়্যতে করলে তবে নিজের এই খারাপ নিয়্যতের কারণে আপনিও গুনাহগার হবেন, অতএব গুনাহে সাহায্য করার নিয়্যত থেকে বেঁচে থাকা আপনার জন্য আবশ্যক ও জরুরী। وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের সাথে যোগাযোগ রাখুন

কৃত: শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

আমি মানুষকে এভাবে কথা বলতে দেখেছি ও শুনেছি যে, "মাসআলা জিজ্ঞাসা করো না! অন্যথায় আমল করতে হবে", অর্থাৎ نَعُوْذُ بِالله (আল্লাহর পানাহ) মাসআলা জানলে মানুষ ফেঁসে যাবে। এরূপ অনেক আশ্চর্যজনক চিন্তাভাবনা মানুষের থাকে। অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমি প্রয়োজনে ফতোয়ায়ে রযবীয়া ইত্যাদির অনেক পৃষ্ঠা একশতবার দেখেছি হয়তো, কিমিয়ায়ে সাআদাত, ইহইয়াউল উলুমের অনেক পেইজ পঞ্চাশ বারেরও বেশিবার দেখেছি হয়তো, অনেকে **দা'ওয়াতে ইসলামী** গঠনের পূর্বে সু - ধারণার কারণে আমাকে বাহারে শরীয়তের হাফিয মনে করতো, অথচ এমন নয়, কিন্তু মাসআলা পড়ার আগ্রহ, মাসআলা শিখার শখ, ওলামাকে জিজ্ঞাসা করার আগ্রহ, এখানকার দূর দূরান্ত এলাকায় গিয়ে তাদের নিকট হাজেরী দেয়া এবং মাসআলা জিজ্ঞাসা করা এটা আমার পুরোনো শখ ছিলো, আমি দেখতে ছোট মাসআলার জন্যও "মুফতি ওয়াকারুদ্দীন رَحْمَةُ الله عَلَيْه" এর নিকট চলে যেতাম, অনুরূপভাবে "দারুল উলুম আমজাদীয়া"য় যেতাম, ওলামাদের নিকট জিজ্ঞাসা করতাম, সাবধানতা বশত অসংখ্যবার বলেছি, অন্যথায় মুফতী ওয়াকারুদ্দীন رَحْمَةُ الله عَلَيْه এর নিকট আমি হয়তো হাজারো মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছি, আমি তাঁর দরবারে গিয়ে বসে থাকতাম, (অনেকসময়) আমরা দুই চারজন মিলে যেতাম, (এখানকার এলাকা) টাউর থেকে আমরা বাসে চড়তাম, তাঁর আলিশান বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে প্রায় সোয়া এক ঘন্টা লাগতো। অতঃপর ফিরে আসার সময় প্রায় "সদর" (এলাকা) পর্যন্ত বাস পাওয়া যেতো, এরপর সেখান থেকে "খারাদার" পর্যন্ত হেঁটে আসতাম, মাঝে মাঝে খারাদার পর্যন্ত অন্য গাড়ি পাওয়া যেতো আর রাত বেশি হয়ে গেলো তো কারো কাছ থেকে লিফট নিয়ে নিতাম। اَلْحَمْدُ لِله আমার মাসআলার প্রতি আকর্ষণ ও শিখার শখ ছোটকাল থেকে ছিলো, আমি মাসআলা জিজ্ঞাসা করতেই থাকতাম, যদিও সিকিউরিটি ইত্যাদির বাধ্যবাধকতার কারণে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ওলামায়ে কিরামের দরবারে হাজেরী দেয়ার অবস্থা এখন আমার নেই, তবে এখন কিতাব ব্যতীত আমার চলেই না, তাছাড়া এখনো তো আমি জিজ্ঞাসা করতে থাকি, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের মুফতীয়ানে কিরামের নিকট পালাক্রমে সময় ও সুযোগ অনুযায়ী মাসআলা জিজ্ঞাসা করা আমার অব্যাহত থাকে। اَلْحَمْدُ لِله আমি ওলামায়ে কিরামের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করি, যাদের ওলামায়ে কিরামের প্রতি আকর্ষণ নেই ও তাঁদের কাছ থেকে দ্বীনি মাসআলা জিজ্ঞাসা করার আগ্রহ নেই, তারা হয়তো প্রায় ভুল করে থাকে, যা মৃত্যুর পরেই বুঝতে পারবে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে উপকারী জ্ঞান দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বিঃদ্রঃ- এই বিষয় বস্তুটি ঈদুল আযহা ১৪৪১ হিজরীর তৃতীয় দিন মাদানী চ্যানেলে প্রচারিত হওয়া অনুষ্টান "জাতি তাজারবাত" এর সাহায্যে প্রস্তুত করে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট থেকে সংশোধন করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

শিশুদের জন্য আমীরে আহলে সুন্নাতের উপদেশ

অল্প বয়সে গাড়ি চালানো উচিৎ নয়

ওয়াইস ইয়ামিন আত্তারী

প্রিয় বাচ্চারা!

আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دامت برکاتہم العالیہ বলেন :

১৮ বছরের কম বয়স্ক ছেলেদের গাড়ি চালানো নিষেধ, দূর্ঘটনার সম্ভাবনা বেশি হয়ে থাকে এবং ১৮ বছরের কম বয়সীদের লাইসেন্সও দেয়া হয়না। অনুমতি ব্যতীত আর তাও অল্প বয়সে গাড়ি চালানো উচিৎ নয়, কেননা এতে প্রাণহানীর আশঙ্কাও রয়েছে এবং গাড়িও ভেঙ্গেচুরে যেতে পারে, যার ফলে আব্বুর ক্ষতি হবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট শিশুদের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর, ১৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় বাচ্চারা! আমাদেরও আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীর উপর আমল করে আমাদের আব্বু, বড় ভাই, চাচা, মামা ইত্যাদির নিকট মোটর সাইকেল চালানোর জেদ করা উচিৎ নয় এবং বিনা অনুমতিতে তাদের মোটর সাইকেলও চালানো উচিৎ নয়, কিছু ছেলে অনুমতি ব্যতীত চালানোর চেষ্টা করে থাকে এবং অনেক সময় দূর্ঘটনা হওয়ার কারণে আঘাত পাওয়ার বা হাত পা ভাঙ্গার মতো বিপদে পতিত হয় আর এতে প্রাণ নাশের ভয়ও থাকে। কাগজাদী বা ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতীত বাইক চালানো আইনত অপরাধও, পুলিশ গ্রেফতার করলে বা চালান করে দিলে তো পরিবার পরিজনের দুশ্চিন্তা বেড়ে যাবে, তাই আমাদের ১৮ বছরের পূর্বে বিনা লাইসেন্সে কোন অবস্থাতেই মোটর সাইকেল চালানো উচিৎ নয়।

হযরত শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا

ওয়াসিম আকরাম আত্তারী মাদানী

আরবের সম্ভ্রান্ত গোত্র কোরাইশের বংশ আদীর সাথে সম্পর্কিত রমণী উম্মে সুলায়মান হযরত শিফা رَضِیَ اللہُ عَنْہَا ঐ মহৎ মহিলা সাহাবী, যিনি নিজের যুগের অনন্য মুয়াল্লিমা, লেখিকা ও মহিয়সী রমণী ছিলেন। তাঁর উপাধি হলো শিফা, যা তাঁর নামের চেয়ে বেশি পরিচিত। তাঁর নাম হলো লায়লা, পিতার নাম আব্দুল্লাহ বিন শামস ও মাতার নাম ফাতেমা বিনতে আবী ওয়াহহাব মাখযুমিয়া।[১] তাঁর স্বামী সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু হাশমা বিন খোযাইফা আদভী رَضِیَ اللہُ عَنْہُ যার ঔরশে তাঁর ঘরে হযরত সুলাইমান বিন আবী হাশমা رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর জন্ম হয়েছে।[২] তিনি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ধাত্রী, প্রাথমিক যুগে ইসলাম কুবলকারী, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাইয়াত গ্রহণকারী, প্রথমদিকে হিজরতকারী, খুবই বুদ্ধিমান ও মর্যাদা সম্পন্না মহিলা সাহাবী ছিলেন।[৩] জাহেলী যুগে তিনি লেখনির কাজ সম্পাদন করতেন।[৪] **নবী করীম** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর বাড়িতে তাশরীফ নিয়ে এসে কায়লুলা করতেন। তিনি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আরামের জন্য একটি বিছানাও রেখেছিলেন। এই বিছানা হযরত শিফা رَضِیَ اللہُ عَنْہَا এর পর তাঁর শাহজাদা হযরত সুলাইমান বিন আবী হাশমা رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর নিকট একটি স্মৃতিময় তাবাররুক হিসেবে সংরক্ষিত ছিলো কিন্তু মদীনার শাসক মারওয়ান বিন হাকম এই সম্মানিত বিছানা তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলো।[৫] **নবী করীম** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঈদের নামায হযরত শিফা رَضِیَ اللہُ عَنْہَا এর ঘরের পাশে আদায় করেন, যার দ্বারা এটা প্রকাশ্য যে, তাঁর বাসস্থান মদীনার বাজার ও ঈদগাহের নিকটে অবস্থিত ছিলো।[৬] **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত শিফা رَضِیَ اللہُ عَنْہَا কে মদীনা শরীফে একটি ঘরও প্রদান করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁর ছেলে হযরত সুলায়মান رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর সাথে বসবাস করতেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর رَضِیَ اللہُ عَنْہُ তাঁর মতামতকে প্রধান্য দিতেন, তাঁর মতকে গ্রহণ

---

১. আল ইস্তিয়াব, ৪/৪২৩।
২. তাবকাতে লি ইবনে সা'দ, ৮/২১০।
৩. ফয়যুল কদীর, ১/৬১১, ৯৫২নং হাদীসের পাদটীকা। উসদুল গাবাতি, ৭/১৭৭।
৪. উসদুল গাবাতি, ৭/১৭৭। ফতহুল বুলদান, ১/৪৫৪।
৫. আল আসাবাতি, ৮/২০১।
৬. ওয়াফা উল ওয়াফা, ৩/৮৮১।

করতেন ও তাঁকে গুরুত্ব দিতেন।[৭] তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا শরীরে বিভিন্ন দানার জন্য অনন্য ফুঁক দিতেন, যেমনিভাবে তিনি বলেন: একবার **রাসূলে করীম** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে আসলেন, তখন আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর নিকট ছিলাম, ইরশাদ করলেন: তুমি তাঁকে নামলার (এক প্রকার রোগ) ফুঁক দেয়া কেন শিখাও না, যেভাবে তুমি তাঁকে লিখা শিখিয়েছো।[৮] বর্ণিত হাদীসের আলোকে মিরাতুল মানাজিতে লিখা রয়েছে: নামলা হলো ছোট্ট ছোট্ট দানা, যা রোগীর পাঁজরে প্রকাশ পায়, যার ফলে রোগীর অনেক কষ্ট হয়, যার কারণে পুরো শরীরে পিঁপড়ার কামড়ের মতো অনুভব হয়ে থাকে, তাই একে নামলা বলা হয়। হযরত শিফা (رَضِیَ اللهُ عَنْهَا) মক্কায়ে মুয়াযযমায় এই রোগের রোগীদের উপর অনন্য ফুঁক দিতেন, তিনি সেখানে এই ফুঁকের কারণে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৯]

রাসূলে পাক صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করার সৌভাগ্য, তাঁর অর্জিত হয়েছে।[১০] তাঁর থেকে **১২**টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[১১] তাঁর শাহজাদা হযরত সুলায়মান বিন আবী হাশমা, নাতি আবু বকর ও উসমান, গোলাম আবু ইসহাক ও উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা رَضِیَ اللهُ عَنْهُم[১২] তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বুখারী, আবু দাউদ ও নাসায়ী رَحِمَهُمُ الله এর মতো মহান মুহাদ্দীসরা তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীস শরীফ নিজ নিজ কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।[১৩]

---

৭. আল আসাবাতি, ৮/২০২।
৮. আবু দাউদ, ৪/১৫, হাদীস ৩৮৮৭।
৯. মিরাতুল মানাজিহ, ৬/২৪২।
১০. তাহযিবুত তাযহিব, ১০/৪৮২।
১১. আল আ'লামু লিয যারকলি, ৩/১৬৮।
১২. তাহযিবুত তাহযিব, ১০/৪৮২।
১৩. তাহযিবুল কামাল, ১১/৭৩০।

প্রকৃত আনন্দ

উম্মে মিলাদ আত্তারীয়া

আনন্দের সম্পর্ক মানুষের ভাবনার সাথে হয়ে থাকে, সাধারণত মানুষের যেসকল জিনিসের বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা থাকে, তা অর্জিত হওয়াতে আনন্দ হয়ে থাকে, যে সকল জিনিসের বাসনা থাকে না তা অর্জিত হওয়াতে আনন্দ হয়না। অতএব প্রত্যেকের জন্য একই জিনিসকে খুশির উপলক্ষ্য বানানো যায় না, কেউ দুনিয়াবী জিনিস পাওয়াতে আনন্দিত হয়, আবার কেউ নেকী ও কল্যাণের সুযোগ পাওয়াতে আনন্দিত হয়। এখন এটা মানুষের উপর নির্ভর করে যে, সে তার আনন্দকে কোন জিনিসের সাথে সম্পর্কিত করবে।

মনে রাখবেন! প্রকৃত আনন্দের বিষয় তো এটাই যে, আমাদের **প্রতিপালক** আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া, আমাদের জীবন **আল্লাহ পাকের** পছন্দনীয় কাজে এবং **তাঁর** অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থেকে অতিবাহিত করা, কুরআনে পাকে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

(اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوۡبٰی لَہُمۡ وَ حُسۡنُ مَاٰبٍ ﴿۲۹﴾)

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:</u> তারাই, যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে; তাদের জন্য রয়েছে খুশি এবং শুভ পরিণাম। (পারা ১৩, সূরা রা'দ, আয়াত ২৯)

কতিপয় মুফাসসীরদের নিকট এখানে طوبٰی দ্বারা উদ্দেশ্য প্রশান্তি ও নেয়ামত এবং সুখ ও সমৃদ্ধির সুসংবাদ। (সীরাতুল জিনান, ৫/১১৯) জানা গেলো, সত্যিকার আনন্দ ও খুশি হলো **আল্লাহ পাকের** প্রতি ঈমান আনয়ন করাতে এবং নেক কাজ করাতে, অতএব আমাদের উচিৎ যে, মুসলমান হিসেবে আমরা আমাদের আনন্দকে ঈমানের নিরাপত্তা এবং **আল্লাহ পাকের** নেয়ামতের সহিত জুড়ে নেয়া আর তা অর্জনের চেষ্টা করা।

মনে রাখবেন! নেক আমল শুধু নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ নয় বরং ইসলামী বোনদের সাথে সদাচরণ প্রদর্শন করা, তাদের মন খুশি করা, সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের চাহিদা পূরণ করা এবং তাদের অন্তরে খুশি প্রবেশ করানোও, তাছাড়া এসব ঐ বরকতময় কাজ, যা সম্পাদনকারীর প্রকৃত আনন্দ অর্জিত হয়ে থাকে, হাদীসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি কোন মুমিনের অন্তর খুশি করে, **আল্লাহ পাক** সেই খুশি দ্বারা একজন ফিরিশতা সৃষ্টি করেন, যে **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করে এবং **তাঁর** হামদ করতে থাকে আর **তাঁর** একত্ববাদ বর্ণনায় ব্যস্ত থাকে। যখন সেই বান্দা তার কবরে চলে যায় তখন সেই ফিরিশতা তার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করে: তুমি কি আমাকে চিনো? সে বলে: তুমি কে? তখন সেই ফিরিশতা বলে: আমি হলাম সেই খুশি, যা তুমি অমুকের অন্তরে প্রবেশ করিয়েছিলে, আজ আমি তোমার আতঙ্কে তোমাকে অভয় দিবো, তোমাকে

তোমার দলীল শিখাবো, তোমাকে প্রশ্নাবলীর উত্তরে অটল রাখবো, আমি তোমাকে হাশরের ময়দানে নিয়ে যাবো এবং তোমার জন্য তোমার **প্রতিপালকের** দরবারে সুপারিশ করবো আর তোমাকে জান্নাতে তোমার স্থান দেখাবো।

(মওসুআতু ইবনে আবীদ দুনিয়া, ৮/৫৪৫, হাদীস ২০)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেলো, কোন ইসলামী বোনের অন্তরে খুশি প্রদান করা, তার মনতুষ্টি করা, সহানুভূতি জ্ঞাপন করা, জায়িয সাহায্য করা, সহজতা প্রদান করা, এসব কাজ উত্তম আমলের অন্তর্ভূক্ত, এতে দুনিয়ায়ও খুশি, প্রশান্তি ও সুখ পাওয়া যায় আর আখিরাতও উত্তম হয়। অপর দিকে যে সকল মহিলাদের মাঝে নেকীর প্রেরণা বা অপর ইসলামী বোনদের কল্যাণ কামনার মানসিকতা থাকে না এবং **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতায় مَعَاذَ الله লিপ্ত থাকে, তারা শুধু মহান সাওয়াব থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে না বরং রহমত ও বরকত থেকে দূরে সরে **আল্লাহ পাককে** অসন্তুষ্টও করে থাকে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে **তাঁর** এবং **ও মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার ভালবাসা ও সন্তুষ্টি নসীব করুক।

জু নবী কি ইয়াদ মে খো গেয়া, ওহ খোদায়ে পাক কা হো গেয়া
দু'জাহান উসকি সানওয়ার গেয়ে, উসে আখিরাত মে খুশি রাহি
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৯৫ পৃষ্ঠা)

ইন্টারভিউ
১ম পর্ব

রুকনে শূরা

হাজী আবু মাজেদ মুহাম্মদ শাহিদ আত্তারী মাদানী

মাসিক ফয়যানে মদীনার পাঠকেরা! আজ আমরা যেই মনিষীর ইন্টারভিউ নিচ্ছি, তিনি হচ্ছেন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মারকাযী মজলিশে শূরার সদস্য, মহান ইলমী ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার আল মদীনাতুল ইলমিয়ার নিগরান মাওলানা হাজী আবু মাজেদ মুহাম্মাদ শাহিদ আত্তারী মাদানী। আসুন! তাঁর সাথে ইন্টারভিউ শুরু করি:

মেহরোজ আত্তারী: আপনার পৈত্রিক এলাকা ও পূর্বপুরুষ সম্পর্কে কিছু বলুন।

আবু মাজেদ শাহিদ আত্তারী: জাহলম জিলা, পাঞ্জাবের তেহসিল পান্ডদাদন খানে "পিপলী" নামে একটি গ্রাম রয়েছে, অনেক বছর ধরে আমাদের পূর্বপুরুষ এখানেই থাকতো। কিছু আত্মীয়ের ভাষ্যমতে আমাদের পূর্বপুরুষ মন্ডি বাহাউদ্দিন থেকে এখানে এসেছিলো। আমাদের গ্রামের পেছনের দিকে পাহাড় রয়েছে, ঢালুতে এই গ্রাম অবস্থিত এবং এর সামনে ক্ষেত রয়েছে। আমার জন্ম এই গ্রামে ১৯ জুন ১৯৭৪ ইং অনুযায়ী জমাদিউল আখির ১৩৯৪ হিজরীতে হয় কিন্তু প্রায় ৫ বছর বয়সে আমার পরিবারের সাথে লাহোরে চলে আসি।

আমার মরহুম পিতা জমিদার পরিবারের ছিলো কিন্তু স্বভাবগতভাবে তাঁর মাঝে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ ছিলো। আমাদের নিকটস্ত এলাকা জালালপুর শরীফে সিলসিলায়ে আলিয়া চিশতীয়ার এক বুযুর্গ ছিলেন, মাওলানা গোলাম হায়দার رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ, যাঁকে গরীবে নেওয়াজও বলা হতো, আব্বাজান তাঁর নাতি পীর ফযল শাহ সাহেবের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং তাঁর সংস্পর্শেও থাকতেন।

মেহরোজ আত্তারী: আপনার বাল্যকালের ব্যাপারে কিছু বলুন।

আবু মাজেদ শাহিদ আত্তারী: এমনিতে আমার প্রথম পথ নির্দেশক ও মুরুব্বি আমার আব্বাজান, যখনই আমি চোখ খুলি তখন আব্বাজানকে নামায ও রোযা অবস্থায় দেখেছি।

আমাদের মহল্লার মসজিতে মুহাদ্দীসে আযম মাওলানা সরদার আহমদ সাহেব এবং গাযালীয়ে যামাঁ আল্লামা আহমদ সাঈদ কাযেমী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِمَا এর শাগরেদ মাওলানা মুহাম্মদ শফি সাহেব رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ ইমাম ও খতিব ছিলেন। আমি তাঁর নিকট কুরআনে করীম পড়ি ও তাঁর অনেক সাহচর্য লাভ করি, আমার প্রশিক্ষণে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলো।

মেহরোজ আত্তারী: দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততা কিভাবে হলো?

আবু মাজেদ শাহিদ আত্তারী: আমার মরহুম আব্বাজান সরকারী চাকরীজীবী ছিলেন, তাঁর সরকারী ভাবে তিন বছরের জন্য ডিউটি ছিলো আরব শরীফে, আব্বাজান চার মাসের জন্য ফ্যামিলি সেখানে নিয়ে যান এবং এই সময়ে আমার হজ্জ করার ও মদীনা শরীফে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়, একে তো প্রথম থেকেই ঘরে দ্বীনি পরিবেশ পেয়েছি, অতঃপর বাল্যকালেই হারামাইনের যিয়ারত লাভ হয়। এভাবে বলা যায় যে, এটা আমার জীবনের একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে প্রমাণ হলো অতঃপর পরবর্তীতে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে নসীব হয়ে গেলো। আমাদের মহল্লার ইমাম সাহেব মাওলানা শফি সাহেব প্রায় এই ধরনের কথা বলতেন যে, নেকীর দাওয়াত প্রসার হওয়া উচিৎ, আহলে সুন্নাতের দ্বীনি কাজ হওয়া উচিৎ, অতএব বাল্যকাল থেকেই এই ধরনের মানসিকতা তৈরী হয়ে গিয়েছিলো। ছোট্ট বয়সেই আমি সহপাঠি ও স্টুডেন্টদের নামাযের দাওয়াত দিতাম এবং নিজের সাথে মসজিদে নিয়ে যেতাম। ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের বয়ানে ইশকে রাসূলের উৎকর্ষতাও শুনতাম, সুতরাং যখনই দাঁড়ি গজাতে শুরু হলো তখন আমি চেহারায় দাঁড়ি শরীফ সাজিয়ে নিলাম অতঃপর দা'ওয়াতে ইসলামীর এক ইসলামী ভাই দাওয়াত দিলো তখন মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততা শুরু হয়ে গেলো।

মেহরোজ আত্তারী: আপনি দা'ওয়াতে ইসলামীর কোন অনুষ্ঠান সর্বপ্রথম দেখেছেন?

আবু মাজেদ শাহিদ আত্তারী: আমাদের ঘরে একটি সুন্নি ম্যাগাজিন আসতো, যা আমিই বুকিং করেছিলাম, আমি তা পড়তাম, এই ম্যাগাজিনে একটি ঘটনা পড়েছিলাম, যেখানে ভারতের একটি মাদানী কাফেলার মাদানী বাহার বর্ণনা করা হয়েছিলো, প্রথম পরিচয় তো এখান থেকেই হলো, অতঃপর দেশীয় মিনারের পাশে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিন দিনের বাৎসরিক ইজতিমার প্রচারনা দেখলাম। ১৯৯২ সালে যখন আমি মেট্রিকে ছিলাম, তখন এক ইসলামী ভাইয়ের দাওয়াতে সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথমবার অংশ গ্রহণ করলাম। প্রথম ইজতিমায় যথেষ্ট প্রভাবিত করলো।

মেহরোজ আত্তারী: জানুয়ারী ১৯৯২ সালে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততার পর কি কি দায়িত্ব পালন করেছেন?

আবু মাজেদ শাহিদ আত্তারী: আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ইসলামী ভাই সোহেল আত্তারী সাহেব লাহোরের এলাকা সদর থেকে আমাদের এখানে নিশাত কলোনিতে আগমন করতো, তিনি আমাকে পাঁচটি মসজিদের নিগরান বানিয়ে দিলেন। সেসময় এক দিনে দুই তিনটি দরস দেয়ার সুযোগ হতো, অতঃপর যখন চৌক দরস শুরু হলো তখন আমি চৌক দরসও দিতে লাগলাম। আমি শুরুতে নিজের এলাকায় একাই দ্বীনি কাজ শুরু করি, অতঃপর আব্দুল্লাহ আত্তারী ভাই আমার সাথে যোগ দিলেন আর ধীরে ধীরে পরিবেশ সৃষ্টি হতে লাগলো।

আমার মহল্লার মসজিদ থেকে বিশেষ কোন সাড়া পাইনি কিন্তু বিলাল মসজিদ, যা কিছুটা দূরে অবস্থিত ছিলো, সেখানকার কমিটি ও নামাযীরা অনেক সহযোগিতা করেছে, এমনকি অনেকে দাঁড়ি শরীফ রেখে নিয়েছিলো, যার কারণে আমি নিজেও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, অতঃপর আমার যাওয়ার পর সেই মহল্লার ইসলামী ভাই সেখানকার যেলী নিগরানও হয়েছে।

মেহরোজ আত্তারী: প্রথমবার আমীরে আহলে সুন্নাতের যিয়ারত কখন হয়েছিলো?

আবু মাজেদ শাহিদ আত্তারী: ১৯৯২ সালেই আমীরে আহলে সুন্নাত লাহোরের কোন এক এলাকায় আগমন করেছিলেন তখন সেখানে যিয়ারত হয়েছিলো।

মেহরোজ আত্তারী: জেনারেল পর্যায়ে কতটুকু শিক্ষা অর্জন করেছেন অতঃপর দ্বীনি শিক্ষার দিকে কিভাবে অগ্রসর হলেন?

আবু মাজেদ শাহিদ আত্তারী: আমি কলেজে ফার্স্ট ইয়ার পর্যন্ত শিক্ষার্জন করেছি কিন্তু সেখানে মন বসতো না। আব্বাজান এই বিষয়টি অনুভব করলেন ও আম্মার সাথে পরামর্শ করার পর ১৯৯৩ সালে আমাকে একটি দারুল উলুমে দরসে নেজামী (অর্থাৎ আলিম কোর্স) করার জন্য ভর্তি করিয়ে দিলেন।

মেহরোজ আত্তারী: দারুল উলুমে ভর্তির পর আপনার দৈনন্দিন রুটিনে কি পরিবর্তন এসেছে?

আবু মাজেদ শাহিদ আত্তারী: اَلْحَمْدُ لِلّٰه দারুল উলুমেও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পোশাকই ছিলো আর সেখানেও সাপ্তাহিক ইজতিমায় হাজিরী ও দ্বীনি কাজ করার ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিলো। দারুল উলুম ছিলো অন্য শহরে তাই প্রথমদিকে দারুল উলুমের ভেতরই কিছু ইসলামী ভাইয়ের সাথে মিলে দ্বীনি কাজ করতাম, অতঃপর প্রায় আড়াই বছর পর আমাকেই শহর নিগরান বানিয়ে দেয়া হলো।

মেহরোজ আত্তারী: সাধারণ ভাবে স্টুডেন্টসদের এরূপ মানসিকতা থাকে যে, ছাত্র জীবনে শুধুমাত্র লেখাপড়াকেই ফোকাস করা উচিৎ, আপনি এ ব্যাপারে কি বলেন?

আবু মাজেদ শাহিদ আত্তারী: মধ্যম পন্থা তো সকল জায়গাতেই জরুরী। যদি কোন শিক্ষার্থী নিজের লেখাপড়ায় সম্পূর্ণ সময় দেয়ার পাশাপাশি দ্বীনি কাজও করে তবে اِنْ شَآءَ الله তার লেখাপড়ার উপর কোন প্রভাব পড়বে না বরং দ্বীনি কাজের বরকতও পেতে থাকবে।

লাহোরে তো যেহেতু আমার ঘর ও পরিপূর্ণ সাপোর্ট ছিলো তাই কোন সমস্যা ছিলো না, দারুল উলুমে যেহেতু হোস্টেলে থাকতাম আর বাড়ি থেকে পাওয়া মাসিক পকেট খরচ ৩০০ টাকায় চলতে হতো তাই কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, মাদানী মাশওয়ারার জন্য আসা যাওয়ার ভাড়াও নিজের পকেট থেকে দিতে হতো কিন্তু যাইহোক কঠিন সময় অবশেষে অতিবাহিত হয়ে যায়।

মেহরোজ আত্তারী: আপনার এই কঠিন সময়ের এমন কোন ঘটনা বলুন, যা স্মৃতি হয়ে আছে?

আবু মাজেদ শাহিদ আত্তারী: ১৯৯৫ সালে আমি শহরের একটি মসজিদ সম্মিলিত ইতিকাফ করাই, সেই শহরে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে এটাই প্রথম ইতিকাফ ছিলো। ইতিকাফের পর চাঁদ রাতে আমি প্রায় পুরো রাত একটি কঠিন সফর করে আমার বাড়ি লাহোর পৌঁছলাম। তিনদিন পর সাপ্তাহিক ইজতিমা ছিলো, নতুন নতুন ইসলামী ভাই ইতিকাফে বসেছিলো আর ইজতিমার যিম্মাদারীও আমার ছিলো, অতএব দুই তিনদিন বাড়িতে কাটিয়ে আমি যাত্রা করলাম এবং ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করলাম। শহরে ইশার সময় বাজার বন্ধ হয়ে যেতো, আমি বাড়ি থেকে নাশতা করেই বের হয়েছিলাম, দুপুর ও রাতের খাবার করা হলো আর পরদিন চা ও কেক দ্বারা নাশতা করলাম। ঈদের সময় আমি ঘরে চিঠির মাধ্যমে এক ইসলামী ভাইয়ের অসুস্থতার খবর শুনেছিলাম, এখন নাশতা করার পর আমি তাকে দেখার জন্য যাত্রা করলাম এবং সরগোধা থেকে পিন্ডি ভেটিয়াঁ, সেখান থেকে হাফিযাবাদ অতঃপর দূরের বাজারের পেছনেই তার গ্রামে পৌঁছলাম। এটা প্রায় পুরোদিনের সফর ছিলো, যাতে বৃষ্টিও হয়ে গেলো আর আমার পাগড়ী ও কাপড়ও ভিজে গেলো। প্রায় আসরের সময় আমি সেই গ্রামে পৌঁছলাম, তখন জানতে পারলাম যে, সে তো হাফিযাবাদ চলে গেছে। যাইহোক কিছুক্ষণ তার ঘরে অবস্থান করলাম, এই সময়ে তার ভাই ও বাচ্চার মামাকে আমীরে আহলে সুন্নাতের মুরীদ হওয়ার উৎসাহ দিলাম। তারা আমাকে প্রশ্ন করলো যে, আপনি কি আমীরে আহলে সুন্নাতের সাথে সাক্ষাত করেছেন। আমি উত্তর দিলাম যে, এখনো সাক্ষাত হয়নি। যাইহোক এক দীর্ঘশ্বাস ছিলো। সেই রাতে আমি ঘুমালে স্বপ্নে আমীরে আহলে সুন্নাতের যিয়ারত হলো। তখন আমি ৩য় দরযায় (ক্লাসে) পড়তাম। আমীরে আহলে সুন্নাত স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করলেন: দরসে নিজামী সম্পন্ন করার পর কি করার ইচ্ছা রয়েছে? আমি আরয করলাম যে, আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে যাবো, অতঃপর আপনি যা আদেশ করবেন।

মেহরোজ আত্তারী: ছাত্র জীবনে কোন পেরেশানির সম্মুখীন হয়েছেন?

আবু মাজেদ শাহিদ আত্তারী: আমার দরসে নিজামী করার সময়ই আমার দাদী ইন্তিকাল করেন। তখন আমার পরীক্ষা ছিলো তাই আব্বাজান আমাকে জানায়নি যাতে আমার পরীক্ষায় ব্যাঘাত না ঘটে। আর শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার দুই আড়াই বছর পূর্বে আব্বাজানও ইন্তিকাল করলেন। তাঁর বিদায়ের পর আমার বড় ভাই আমাকে অনেক উৎসাহ দিলেন এবং আমার খরচও তিনি পূরণ করতেন। আমার এই ভাই তখনকার দিনে আর্থিকভাবে তেমন সচ্চল ছিলো না, তবুও তিনি শুধু আমাকে আর্থিক সুরক্ষা দেননি বরং কখনোই আমাকে খোঁটাও দেননি যে, আমি তোমার খরচ বহন করছি। এভাবে বুঝে নিন যে, আব্বাজানের পর তিনিই কার্যত একজন পিতার ন্যায় আমার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

মেহরোজ আত্তারী: আপনারা ভাইবোন কতজন?

আবু মাজেদ শাহিদ আত্তারী: আমরা চার ভাই ও এক বোন। সবার বড় যাহিদ ভাই, আমি দ্বিতীয়, তৃতীয় নম্বরে আহমদ রযা ভাই আর সবার ছোট ভাই হাফিয নুয়িদ রযা মাদানী। আমি ও হাফিয নুয়িদ ভাই দরসে নিজামী সম্পন্ন করেছি আর আহমদ রযা ভাই ৫ম দরযা (ক্লাস) পর্যন্ত পড়েছে।

মাওলানা নুয়িদ রযা মাদানী مَدَّظِلُّهُ প্রায় ১০ বছর লাহোর ডিফেন্সের জামেয়াতুল মদীনা ফয়যানে আত্তারে উস্তাদ ও নাযিমে আলা (প্রধান প্রশাসক) এবং লাহোর ডিভিশনের জামেয়াতুল মদীনার রুকনে মজলিশ ছিলো আর এখন সম্ভবত দুই বছর ধরে লাহোর ডিভিশনের জামেয়াতুল মদীনার নিগরান।

মেহরোজ আত্তারী: مَاشَاءَاللّٰه আপনার সন্তান কতজন এবং তারাও কি দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করছে?

আবু মাজেদ শাহিদ আত্তারী: আমার তিন ছেলে, বড় ছেলে মাজেদ রযা আত্তারী কুরআনে করীমের ১৫ পারা হিফয করেছে, মেট্রিকও করেছে আর বর্তমানে দরসে নিজামীর প্রথম বাৎসরিক পরীক্ষা দিচ্ছে। দ্বিতীয় ছেলে হামিদ রযা আত্তারী, যে জামেয়াতুল মদীনায় দরযায়ে মুতাওয়াস্‌সিতায় পড়ছে আর ছোট ছেলে শা'বান রযা আত্তারী দারুল মদীনায় ক্লাস ২ এর ছাত্র।

দরসে নিজামীর পর রুকনে শূরার ব্যস্ততা কি ছিলো? কোন কোন বিভাগে খেদমত করেছে? আর রুকনে শূরা কিভাবে হলো? এরূপ আরো আকর্ষনীয় তথ্যাবলী আগামী সংখ্যায় দেখুন!

ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসআলা

মুফতী ফুযাইল রযা আত্তারী

(০১) মেয়েদের কি তার মায়ের খালাতো ভাইয়ের সাথে বিবাহ হতে পারে?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, আমার বিবাহ আমার আম্মার খালাতো ভাইয়ের সাথে হতে পারবে কি পারবে না?

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

আপনার বিবাহ আপনার মায়ের খালাতো ভাইয়ের সাথে হতে পারবে যদি বিবাহের নিষেধাজ্ঞার কোন কারণ যেমন; দুধের সম্পর্ক ও শাশুড়ালি সম্পর্ক ইত্যাদি যেনো বিদ্যমান না থাকে, কেননা আপনি আপনার আম্মার খালাতো ভাইয়ের জন্য খালার মেয়ের মেয়ে এবং তা ঐ সকল মহিলাদের অন্তর্ভূক্ত নয়, যাদের সাথে বিবাহ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

মনে রাখবেন! কার সাথে বিবাহ জায়িয আর কার সাথে জায়িয নয়, এ ব্যাপারে নিয়ম হলো যে: নিজের সন্তান যেমন; মেয়ে, নাতনি, যতটুকু নিচে যাক না কেন, এভাবে নিজের প্রকৃত অর্থাৎ মা, দাদী, নানী যতই উপরে যান না কেন, তাদের সাথে বিবাহ সম্পূর্ণভাবে হারাম। নিজের নিকটস্ত প্রকৃত আত্মীয় এর সন্তান যেমন; মা ও বাবার সন্তান এবং মা-বাবার সন্তান যতই দূর পর্যন্ত হোক না কেন, তাদের সাথে বিবাহ হারাম। নিজের প্রকৃত দূরের নিকটস্ত আত্মীয় সম্পর্ক যেমন; দাদা, দাদার বাবা, নানা, দাদী, নানী, নানীর মায়ের সন্তান, তাদের সাথে বিবাহ হারাম। নিজের প্রকৃত দূরের আত্মীয় এর দূরের সম্পর্ক যেমন; দাদা, দাদার বাবা, নানা, দাদী, নানী, নানীর নাতনিরা, যারা নিজের নিকটস্ত আত্মীয় এর সন্তান নয়, তাদের সাথে বিবাহ জায়িয। এই নিয়ম অনুযায়ী আপনি আপনার আম্মার খালাতো

ভাইয়ের জন্য তার দূরের আত্মীয় অর্থাৎ নানীর দূরের সম্পর্ক অর্থাৎ নাতনির মেয়ে সাব্যস্ত হলেন, অতএব আপনার তার সাথে বিবাহ বিশুদ্ধ।

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(০২) মৃত্যুবরণকারী মহিলার বিবাহ কি বাতিল হয়ে যায়?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন, মহিলা যখন মারা যায় তখন তার বিবাহ বাতিল হয়ে যায়, যার কারণে স্বামী তার চেহারা দেখতে পারে না? কতিপয় মানুষ বলে যে, কাফন পরিধানের পূর্বে চেহারা দেখতে পারবে, পরে দেখতে পারবে না। তো এর মধ্যে কোনটি বিশুদ্ধ? তাছাড়া যদি স্বামী মারা যায়, তবে কেন বিবাহ বাতিল হয় না?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জি হ্যাঁ! এই বিষয় সঠিক যে, মহিলা মারা যাওয়া সাথেসাথেই তার বিবাহ বাতিল হয়ে যায়, এই কারণেই তার স্বামীও নিজের মৃত স্ত্রীর শরীর কোন আবরণ ব্যতীত হাত লাগাতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, স্বামী তার মৃত স্ত্রীর চেহারা কাফন পরিধানের পূর্বেও দেখতে পারবে আর কাফন পরিধানের পরও দেখতে পারবে, এমনকি কবরে নামানোর পরও দেখতে পারবে। আর কোন অচেনা লোকের মৃত মহিলার চেহারা দেখা নিষেধ। মনে রাখবেন, যখন স্বামী মারা যায় তখন মহিলার বিবাহ সাথেসাথেই এই কারণে বাতিল হয় না যে, মহিলা এখনো এই বিবাহের ইদ্দতের মধ্যেই থাকে আর যতক্ষণ ইদ্দত শেষ হবে না ততক্ষণ বিবাহও অবশিষ্ট থাকে। এই কারণে ইদ্দতের মধ্যে মহিলা অন্য কারো সাথে বিবাহ করতে পারে না।

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

স্বপ্ন মনে না থাকলে তবে কি করবে

মাওলানা মুহাম্মদ আসাদ আত্তারী মাদানী

অনেক সময় স্বপ্ন দেখেছে তা তো মনে থাকে কিন্তু যা দেখেছে তা ভুলে যায়, মানুষকে এই কারণে চিন্তিত হতে দেখা যায়, মনে রাখবেন! স্বপ্ন ভুলে যাওয়া কোন খারাপ কাজ নয়, এটা বিভিন্ন মানুষের স্মৃতিশক্তির অবস্থা অনুযায়ী ভিন্ন হয়ে থাকে। যেভাবে জাগ্রত অবস্থায় মানুষের স্মৃতিশক্তি ও মনে রাখার সক্ষমতাও ভিন্ন হয়ে থাকে তেমনিভাবে স্বপ্ন মনে রাখার ব্যাপারও ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে যে ব্যক্তি এই জ্ঞানে অভিজ্ঞ, তার নিকট এমন পদ্ধতি বিদ্যমান থাকে, যাতে ভুলে যাওয়া স্বপ্নকে অনেকাংশে জেনে নেয়া যায়।

এই জ্ঞান কত পুরাতন: ইলমে তা'বীর তথা স্বপ্নে সম্পর্কীত জ্ঞানের ইতিহাসের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত বলা হয়েছে। অবশ্য হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে **আল্লাহ পাক** বিশেষ ভাবে সহিত এই জ্ঞান প্রদান করেছেন। যেমনটি **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: وَ كَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَ عَلٰۤى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَاۤ اَتَمَّهَا عَلٰۤى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقَؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ۠ **<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:</u>** আর এভাবে তোমাকে তোমার **রব** মনোনীত করবেন আর তোমার কথার পরিণাম বের করা শিক্ষা দেবেন; এবং তোমার উপর আপন অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন আর ইয়া'কূবের পরিবার পরিজনের উপরও, যেভাবে তোমার পূর্বে তোমার পিতা ও পিতামহ ইব্রাহীম ও ইসহাক উভয়ের উপর তা পূর্ণ করেছেন। নিশ্চয়ই তোমার রব সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
(পারা ১২, সূরা ইউসুফ, আয়াত ৬)

এভাবে অনেক আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام স্বপ্নের আলোচনাও কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়। আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও অসংখ্যবার তা'বীর বর্ণনা করেছেন। এই উম্মতের মধ্যে আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ এই জ্ঞান রাখতেন ও বর্ণনা করাতে অনন্য মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন সীরিন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনাকারী হলেন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

(কানযুল উম্মাল, ১৫তম অংশ, ৮/২১৯, হাদীস ২১৯)

স্বপ্নের ব্যাখ্যার জ্ঞানে তাঁর পারদর্শিতার রহস্য হলো যে, তিনি এই জ্ঞান স্বয়ং **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকেই শিখেছেন। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা সামুরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমাকে স্বপ্নে ব্যাখ্যা করার আদেশ দেয়া হয়েছে, তাছাড়া এটাও আদেশ দেয়া হয়েছে যে, এই জ্ঞান আমি যেনো আবু বকরকে শিখাই। (তারিখুল খোলাফা, ৩৩ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শুধু এই স্বপ্নের ব্যাখ্যার জ্ঞান **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে শিখেননি বরং তাঁকে আদেশ দেয়া হলো যে, এই কাজের জন্য হযরত আবু বকরকে নিযুক্ত করার। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা সামুরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমাকে এই বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার জন্য আবু বকরকে নিযুক্ত করো।

(আর রওযুল আনিক ফি ফযলিস সিদ্দিক, ৪৯ পৃষ্ঠা)

সাহাবায়ে কিরামের পর তাবেয়ীনগণের মধ্যে আল্লামা ইবনে সীরিন (ওফাত ১১০ হিজরী) رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এমনকি তাঁকে এই জ্ঞানের ইমাম হিসাবে গণ্য করা হয়। তিনি ছাড়াও আরো কিছু তাবেয়ীন এবং তাঁর পরবর্তীতে ফুকাহা, ওলামাদের একটি বড় অংশ এই বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছেন এবং অসংখ্য কিতাবও লিখেছেন। যেহেতু এই জ্ঞানের সম্পর্ক বিশুদ্ধ দ্বীনি ইলমের সাথে অতএব প্রত্যেক যুগে অসংখ্য ওলামা এই বিষয়ে বক্তব্যও রেখেছেন, আর মানুষের এই দ্বীনি প্রয়োজনীয়তাও পূরণ করেছেন।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِیۡن بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আপনার স্বপ্ন ও এর ব্যাখ্যা:

স্বপ্ন: আমি স্বপ্নে আমার মামাকে (যিনি অতিশীঘ্রই কাজের জন্য সৌদিয়া যাচ্ছেন) দেখলাম, তিনি সাদা পোশাক পরিহিত ছিলেন, জায়গা জানি না কোথায়। কিন্তু তিনি অনবরত মুচকি হাসছিলেন।

(বিনতে মুহাম্মদ রমযান)

ব্যাখ্যা: যিনি সফরে যেতে চাচ্ছেন তার ব্যাপারে এই স্বপ্নে মূলত কোন খারাপ উদ্দেশ্য পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি অনায়সে সফর করতে পারবেন। তবে সফরে যাওয়ার পূর্বে **আল্লাহর** পথে কিছু সদকা দিয়ে দিলে তবে তা খুবই ভালো হয়।

আবেদন

দ্বীনকে প্রাধান্য দিন

দা'ওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিশে শূরার নিগরান মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী

হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান সিররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه একবার ৬০ দীনারের বাদাম ক্রয় করলেন অতঃপর তা বিক্রি করার জন্য এর মূল্য ৬৩ দীনার নির্ধারণ করলেন, এক ব্যবসায়ী তার কাছ থেকে সব বাদাম ক্রয় করার জন্য মূল্য জানতে চাইলে তখন তিনি বললেন: ৬৩ দীনার। অন্যের কল্যাণকামী এই ব্যবসায়ী বললো: হুযুর! বাদামের মূল্য বেড়ে গেছে, অতএব আপনি ৯০ দীনারের বিনিময়ে এই বাদাম আমার নিকট বিক্রি করে দিন। তিনি বললেন: আমি আমার প্রতিপালকের নিকট ওয়াদা করেছি যে, তিন দীনারের চেয়ে বেশি লাভ করবো না। যখন এই ব্যবসায়ী এই কথা শুনলো তখন বললো: আমি আমার প্রতিপালকের নিকট এই ওয়াদা করেছি যে, কখনোই কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে প্রতারণা করবো না। অতএব আমি আপনার কাছ থেকে এই বাদাম ৯০ দীনারেই ক্রয় করবো। অতএব না তো সিররী সাকতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তিন দীনারের বেশি লাভ করতে রাজী হলেন আর না সেই ব্যবসায়ী ৯০ দীনারের কমে কিনতে রাজী হলো।[১]

হে আশিকানে রাসূল! শুনলেন তো আপনারা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ব্যবসার ধরণ কিরূপ মহান ও শানদার ছিলো। তাঁরা আসলেই নিজের কবর ও আখিরাতের চিন্তা পোষণকারী, মুসলমানের কল্যাণকামী, নিজের দ্বীনকে দীনারের উপর প্রাধান্য দানকারী ছিলেন, তাঁদের নিকট দ্বীনের তুলনায় দুনিয়ার সহায় ও সম্পদের কোন গুরুত্ব ছিলো না, তাদের ব্যবসাও নিজের **প্রতিপালকের** সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম ছিলো কিন্তু আফসোস! বর্তমানে মুসলমানদের অধিকাংশই দুনিয়াকেই নিজের সবকিছু ভেবে বসেছে। অন্ধকার কবরে নিক্ষিপ্ত হওয়া ও কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** দরবারে হিসাব নিকাশের জন্য উপস্থিত হওয়াকে সম্ভবত অনেকে একেবারেই ভুলে গেছে। তাদের ব্যবসায় মিথ্যা, অসততা, প্রতারণা এবং সুদ ও ঘুষের মতো অনেক অভিশাপ যুক্ত হয়ে গেছে, হয়তো এরূপ জিনিস ও ব্যবসায় আরো খারাপ বিষয় দেখে হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: "اَلسُّوْقُ مُكْثِرَةٌ لِّلْمَالِ مُذْهِبَةٌ لِّلدِّيْنِ অর্থাৎ বাজারে মাল তো বাড়ছে কিন্তু দ্বীন বিদায় নিচ্ছে।"[২] বর্তমানে দুনিয়ার নিকৃষ্ট সম্পদ উপার্জনের জন্য ও দ্বীনকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিয়ে এক মুসলমান অপর মুসলমানকে লুট করছে, নশ্বর দুনিয়ার কয়েকটি মুদ্রার জন্য নিজের দ্বীনের ক্ষতি করছে বরং কিছু দূর্ভাগা তো مَعَاذَ الله এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তারা নশ্বর দুনিয়ার জন্য নিজের সত্য দ্বীনকেও ছেড়ে দিয়েছে এবং জাহান্নামের আগুনে সর্বদা থাকাকে প্রাধান্য দিয়েছে। এই দৃশ্য সাম্প্রতিক সুদূর অতীতে দেখা ও শুনা গেছে। অথচ যেই **সর্বশেষ নবী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আমরা কলেমা পাঠ করি, **তাঁর** শিক্ষা এবং স্বয়ং **তাঁর** সম্পূর্ণ পবিত্র জীবন তো দুনিয়ার উপর দ্বীনকে প্রাধান্য দেয়াকে প্রমাণ করে আর আমদেরকে এই সুন্দর দ্বীনের উপর শক্তভাবে অবিচল থাকার শিক্ষা দেয়। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রায় এই দোয়া করতেন: "يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ" অর্থাৎ হে অন্তরকে পরিবর্তনকারী!

১. উয়ুনুল হিকায়াত, ১৬৪ পৃষ্ঠা।

২. হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৪৩৬।

আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো।[৩] তাছাড়া **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَا اِلٰهَ اِلَّا الله বলা বান্দা থেকে **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টিকে সর্বদা দূর করতে থাকে। এমনকি লোকেরা যখন এই অবস্থায় পৌঁছাবে যে, তার দুনিয়া নিরাপদ হবে এবং তার নিজের দ্বীনি ক্ষতির প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ থাকবে না অতঃপর সে এই বাক্য বলবে, তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: "তুমি মিথ্যুক।"[৪] তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হে আদম সন্তান! নিজের দ্বীনের অধিক যত্ন নাও, কেননা তোমার দ্বীনই তোমার মাংস ও তোমার রক্ত। যদি তোমার দ্বীনি নিরাপদ থাকে তবে তোমার মাংস এবং রক্তও নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যদি ব্যাপারটি এর বিপরীত হয় অর্থাৎ তোমার দ্বীনি নিরাপদ না থাকে তবে আমরা (জাহান্নামের) না নিভে যাওয়া আগুন, পূর্ণ না হওয়া ক্ষত এবং শেষ না হওয়া আযাব থেকে আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৫] নিশ্চয় মুসলমানের জীবনের সকল বিষয়ে নিজের দ্বীনের উপর আমল করা এবং একে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়া, মাটির উপর সোনাকে এবং জাহান্নামের উপর জান্নাতকেই প্রাধান্য ও গুরুত্ব দেয়ার মতোই। হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন হারব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: (গরমের দিনে) মানুষ সূর্যের (তীব্রতা থেকে বাঁচার জন্য সূর্যের) উপর ছায়াকে তো প্রাধান্য দেয় কিন্তু জাহান্নামের উপর জান্নাতকে প্রাধান্য দেয় না।[৬]

আমার সকল আশিকানে রাসূলের প্রতি আবেদন! দুনিয়া একদিন শেষ ও বিলীন হয়ে যাবে, নিজের দৈনন্দিন জীবনে দ্বীন ও শরীয়াতকেই গুরুত্ব দেয়া, আমাদের কবর ও আখিরাতে মুক্তি দিতে পারে। অতএব উত্তম এতেই যে, আমরা আমাদের দ্বীনকে দুনিয়ার উপর প্রাধ্যান্য দিবো, ঐসকল কথা যা আপনি বলতে চান এবং ঐসকল কাজ যা আপনি করতে চান, সে ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করুন যে, আপনার দ্বীন এই ব্যাপারে আপনাকে কি নির্দেশনা দিচ্ছে? আপনার **সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা আল্লাহ পাক** এ ব্যাপারে কি আদেশ দিচ্ছে? **তাঁর প্রিয় ও সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই ব্যাপারে শিক্ষা কি? আম্বিয়াদের ওয়ারিশগণ অর্থাৎ ওলামায়ে আহলে সুন্নাত এ ব্যাপারে আপনাকে দ্বীন ও শরীয়াতের কি মাসআলা বর্ণনা করছে? অতঃপর দ্বীন ও শরীয়াতের শিক্ষা গ্রহণ করার পর আল্লাহ পাক আমাকে ও আপনাদের সবাইকে তাঁর দ্বীনকে প্রাধান্য ও গুরুত্ব দিয়ে এই নির্দেশনা অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করার তৌফিক দান করুক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

৩. তিরমিযী, ৪/৫৫, হাদীস ২১৪৭।
৪. নাওয়াদিরুল উসুল, ২/৭৮৪, হাদীস ১০৯১।
৫. হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/১৬৭।
৬মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৫১ পৃষ্ঠা।

আ'লা হযরত
ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ

❋ আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ১০ই শাওয়াল ১২৭২ হিজরী, ১৪ই জুন ১৮৫৬ ইং রোজ শনিবার যোহরের সময় বেরেলী শহরের যাচুলী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

❋ শাওয়ালুল মুকাররম ১২৮০ হিঃ/ ১৮৬৩ ইং প্রায় ৮ বছর বয়সে উত্তরাধিকারের মাসআলার (Inheritance Rulings) অনন্য উত্তর লিখেন।

❋ ৮ বছর বয়সেই নাহু'র প্রসিদ্ধ কিতাব "হেদায়াতুন নাহু" পড়েন এবং সেটির আরবী ব্যাখ্যাগ্রন্থও লিখেন।

❋ ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হাজারো ফতোয়া লিপিবদ্ধ করেছেন, অতএব তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ১৩ বছর ১০ মাস ৪ দিন বয়সে প্রথম ফতোয়া **"হুরমতে রেযায়ী"** (অর্থাৎ দুধের সম্পর্কের নিষেধাজ্ঞা) এর উপর লিপিবদ্ধ করেন, তখন তাঁর পিতা মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর জ্ঞানগর্ব সক্ষমতা দেখে তাঁকে মুফতি পদে সমাসীন করে দেন।

❋ আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ১০ বছর পর্যন্ত কোন ফতোয়া একত্রে পাওয়া যায়নি, ১০ বছর পরের যে ফতোয়া সংগৃহিত হয়েছে তা "اَلۡعَطَايَا النَّبَوِيَّه فِی الۡفَتَاوٰی الرَّضَوِيَّه" নামে ৩০ খন্ড সম্বলিত এবং উর্দূ ভাষায় এত বড় বড় ফতোয়া, আমি মনে করি যে, পৃথিবীতে কোন মুফতিও দেননি হয়তো, এই ৩০ খন্ড (30 Volumes) প্রায় বাইশ হাজার (২২০০০) পৃষ্ঠা সম্বলিত এবং এতে ছয় হাজার আটশত সাতচল্লিশটি (৬৮৪৭) প্রশ্নের উত্তর, দুইশত ছয়টি (২০৬) পুস্তিকা এবং তাছাড়াও হাজারো মাসআলা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করা হয়েছে।

❋ আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় এক হাজার কিতাব লিখেছেন। যার মধ্যে কয়েকটি হলো: ইলমে আকাইদ সম্পর্কে ৩১টি, ইলমে কালাম সম্পকে ১৭টি, ইলমে তাফসীর সম্পর্কে ৬টি, ইলমে হাদীস সম্পর্কে ১১টি, উসুলে ফিকাহ সম্পর্কে ৯টি, ফিকাহ সম্পর্কে ১৫০টি, ইলমুল ফাযায়িল সম্পর্কে ৩০টি, ইলমুল মানাকিব সম্পর্কে ১৮টি এবং ইলমে মুনাযারা সম্পর্কে ১৮টি।

❋ আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর ইন্তিকালের চার মাস বাইশদিন পূর্বে নিজের ইন্তিকালের সংবাদ প্রদান করে পবিত্র কুরআনের ২৯ পারার সূরা দাহরের ১৫নং আয়াত থেকে তাঁর ইন্তিকালের বছর বের করেন। সে আয়াতটির ইল্মে আবজদ অনুসারে সংখ্যা হল ১৩৪০। আর এটাই হিজরী সাল মোতাবেক (তাঁর) ইন্তিকালের বছর। এই আয়াতটি হল:

وَيُطَافُ عَلَيۡهِمۡ بِاٰنِيَةٍ مِّنۡ فِضَّةٍ وَّ اَكۡوَابٍ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তাদের সামনে রূপার পাত্র সমূহ ও পান পত্রাদি পরিবেশনের জন্য ঘুরানো ফিরানো হবে। **(সূরা-আদ দাহর, পারা-২৯, আয়াত-১৫)**

(সাওয়ানেহে ইমাম আহমদ রযা, ৩৮৪ পৃষ্ঠা) ২৫ শে সফর ১৩৪০ হিজরী মোতাবেক ২৮শে অক্টোবর ১৯২১ ইং রোজ জুমাবার ভারতীয় সময় বেলা ২টা ৩৮ মিনিটে (আর মুর্শিদের দেশের সময় ২টা ৮ মিনিট) ঠিক জুমার আযানের সময়, আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এ নশ্বর জগত ত্যাগ করে মহান **আল্লাহ পাকের** সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيۡهِ رَاجِعُوۡنَ তাঁর নূরানী মাজার শরীফ বর্তমানে (মদীনাতুল মুরশিদ) বেরেলী শরীফে জেয়ারত গাহ্ হিসেবে বিদ্যমান আছে। যা এখনও পর্যন্ত তাঁর ভক্ত অনুরক্তদের জেয়ারত গাহ ও সমাগমে পরিণত হয়ে আছে। **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net